৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

পুজো পরিক্রমা
শারদ সম্মান
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২ কার্ত্তিক – ৮ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ঃ ১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 1, 19 October - 25 October, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজো প্যান্ডেলের সামনে

প্রতিবাদের দায়ে ধরে নিয়ে যাওয়া ৯ জুনিয়র ডাক্তারকে জামিনে মুক্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে ভর্ৎসনা করল কলকাতা পুলিশ ও নিম্ন আদালতকে।

রবিবার : সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সরকারকে চিঠি

দিয়ে দেশের মাদ্রাসা বোর্ডগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া বন্ধের সুপারিশ করল জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। মাদ্রাসা পড়ুয়াদের মূলস্রোতের স্কুলে ভর্তি করার সুপারিশও করা হয়েছে।

সোমবার : সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে

আন্দোলনে উত্তাল রাজ্য। তারই মধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালে দুষ্কৃতীরা বাইকে করে ঢুকে বেধড়ক পেটালো এক রোগীর পরিজনকে। হেলদোল নেই নিরাপত্তা রক্ষীদের।

মঙ্গলবার : হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যাকে কেন্দ্র করে

ভারত–কানাডা সম্পর্কের টানাপোড়েনে কানাডা হাইকমিশনের ৬ কূটনীতিককে বহিস্কার করল ভারত। কানাডাও ৬ ভারতীয় কুনীতিককে বহিস্কার করেছে বলে দাবি।

বুধবার : দূর্গা কার্নিভালের পাশাপাশি এবার বিচারের দাবিতে

দ্রোহ কার্নিভাল দেখল কলকাতা। বিপুল জনসমর্থনে ডাক্তার ও নাগরিক সমাজের এই কার্নিভাল কেড়ে নিল প্রচারের বেশিরভাগ আলো।

বৃহস্পতিবার : বাংলায় নারী নির্যাতন ধারাবাহিকের নতুন

সংযোজন কৃষ্ণনগর। এক পুজো মণ্ডপের ভিতরে পাওয়া গেল এক তরুণীর আধ পোড়া মৃতদেহ। প্রেমিক সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার : অসমে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ১৯৭১ সালকেই

মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট। রয়ে গেল অসম চুক্তির ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাগরিকত্ব আইনের ৬এ ধারাও। এর ফলে খারিজ হয়ে গেল ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ করার দাবি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রতিশ্রুত বাজি হাব এখনও বিশবাঁও জলে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা এবং বজবজ থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাজি নির্মাণ হয়ে আসছে। চিংড়িপোতা, পুটখালি, বলরামপুর এলাকায় বাজি তৈরি একটা কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী বা কারিগরদের বাজি তৈরির বৈধ লাইসেন্স নেই। লোক চক্ষুর আড়ালে এখানে শব্দ বাজিও নির্মাণ হয় এমনি অনেকের অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই চিংড়িপোতা মহেশতলা এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। যখনই কোন বড় দুর্ঘটনা হয় তখনই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। শুরু হয় তল্লাশি এবং অবৈধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বছরখানেক আগেও এই এলাকায় এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে এলাকা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এলাকার আতশবাজি নির্মাণ কারীরা জানিয়েছিলেন তারা অধিকাংশই পরিবেশ বান্ধব বাজি বানাতেই চান। তাদেরকে যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ দিয়ে বৈধ লাইসেন্স দেওয়া হোক। অসাধু যারা ব্যবসায়ী আছেন শব্দবাজি নির্মাণ করেন তাদের ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিক প্রশাসন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে জেলা প্রশাসন এই এলাকা পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। আগের বছর ঘোষণা করা হয়েছিল বজবজ মহেশতলা এলাকায় বাজিহাব নির্মাণ করা হবে। লোকালয় থেকে দূরে ছোট ছোট স্টলে কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্টল দেওয়া হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

চিকিৎসা পরিষেবা লাটে চাতরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

অভীক মিত্র : আরজিকর বিচারের দাবিতে যখন জুনিয়ার ডাক্তাররা আমরণ অনশন সহ লাগতার আন্দোলন করছে ১০ দফা দাবিতে। ঠিক তখনই চিকিৎসকের অভাবে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী পরিষেবা লাটে উঠেছে। এমনি অভিযোগ বীরভূম জেলার মুরারই ১ নং ব্লকের চাতরা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের। মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালের অধীন চাতরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে ছিল ২ জন চিকিৎসক। ২ জন নার্স ও ২ জন ফার্মসিষ্ট। চাতরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক চয়ন মুখোপাধ্যায়ের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে। ওই হাসপাতালের নার্স তার নামে ধর্ষণের অভিযোগ করে পুলিশে। ৫ অক্টোবর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনি এখন জেল হাজতে রয়েছে। অপর মহিলা চিকিৎসক সেইসময় ছুটি নিয়ে চলে যায় ফলে এখন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চিকিৎসক শূন্য হয়ে রয়েছে। ওই পঞ্চায়েত এলাকার ১০–১২টি গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা বলে, চাতরা এলাকা ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের অনেক রোগী আসে বর্হিবিভাগে চিকিৎসা করতে। এখন সেখানে ২ জন ফার্মাসিষ্ট রোগী সামলাচ্ছে। তারাই সেখানে রোগী দেখছে। আমাদের দাবি, অবিলম্বে সেখানে চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ খোলা থাকলেও তদন্তের স্বার্থে কেন্দ্রের সমস্ত ঘরগুলি পুলিশ সিল করে রেখেছে। মুরারই ১ নং ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিএমওএইচ অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, ওই মহিলা চিকিৎসক নলহাটি ২ নং ব্লকের শীতলগ্রাম ও মুরারই একনং ব্লকের চাতরা পিএইচসিতে ৩ দিন করে ডিউটি করতেন। তিনি এখন ছুটিতে আছেন। আগামী সপ্তাহে আশা করছি কাজে যোগ দিলে সমস্যা হবে না।

নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও মৌলবাদের আতঙ্কে মেলবন্ধন অধরা

কল্যাণ রায়চৌধুরি, টাকি : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত টাকি পুরসভা সংলগ্ন ইছামতি নদীতে প্রতিবছর দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে এপার বাংলা, ওপার বাংলার একটা মেলবন্ধনের ছবি দেখা যায়। দীর্ঘ বছর ধরে এমন একটা দৃশ্য দেখা সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দাদের এক প্রকার চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বহু পর্যটক এই মেলবন্ধন এবং তাকে ঘিরে বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে ভিড় করেন টাকিতে। আগে থেকে হোটেল ভাড়া করে থাকেন এই বিসর্জন আয়োজন দেখবার জন্য। এবার সেই দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হলেন সকলে। এবার এপার বাংলা থেকে অনেকগুলি প্রতিমা গেলেও, ওপার বাংলার কোনও প্রতিমা চিরাচরিত এই রেওয়াজে সাড়া দেয়নি। ফলে সেই মেলবন্ধনের আনন্দ থেকে বিমুখ হতে হল দর্শনার্থীদের।

এপ্রসঙ্গে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী(বিএসএফ) কিংবা টাকি পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল কি–না এমন প্রশ্নও ওঠে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকায় সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বে রয়েছে ৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। ইছামতী নদীর মাঝ বরাবর প্রতিবছর যেমন একটা দড়ি দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা থাকে এবারও তেমনই ছিল। আগের মত নজরদারি ছিল, কিন্তু কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অন্যদিকে টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের তরফ থেকে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অন্যান্য বছরের মত ওপার বাংলার প্রতিমা বিসর্জন এবার হয়নি। আমাদের প্রতিমা যেমন আসে, তেমন এসেছিল। কিন্তু ওপার বাংলার মাত্র দুটো– তিনটে প্রতিমা এবার এসেছিল, কিন্তু জলে নামেনি। আমাদের এখানকার ২৪–২৫ টি প্রতিমা নদীতে ভাসান দেওয়া হয়। অন্যগুলো উপরে বিসর্জন হয়। বাংলাদেশের ৭–৮ টি প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সাধারণত অন্যান্যবার

এরপর দুয়ের পাতায়

জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত গোবর্ধনপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে বিপর্যস্ত সুন্দরবন। দক্ষিণ সুন্দরবনাঞ্চলের পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি–প্লট দ্বীপের দক্ষিণতম গ্রাম গোবর্ধনপুর। প্রায় আড়াইশত অধিক পরিবার জলমগ্ন হয়ে ভীষণ সংকটের সামনে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকের সমুদ্র বাঁধ প্রায় নিঃশ্চিহ্ন হয়েছিল কয়েক মাস আগেই। অতীতেও এই গ্রামের বাসিন্দারা বারবার জলের তলায় ডুবেছেন। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমার সময় থেকেই গ্রামে জল ঢোকা শুরু হলেই প্রতিপদ তিথিতে জলের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। সমুদ্রের নোনা জলে গ্রামের পুকুর, গৃহস্থ বাড়ি, চাষের মাঠ সবই জলের তলায় ডুবে ক্ষতিগ্রস্থ। গোবর্ধনপুর গ্রামের কর পাড়া, সাহু পাড়া ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। গ্রামের মানুষ জলমগ্ন হয়ে পড়ায় এখনও কোন সরকারি সাহায্য গিয়ে পৌঁছায়নি বলেই জানা গিয়েছে। গ্রামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের সুধাংশু মাইতি জানিয়েছেনে, তারা জলমগ্ন মানুষের সহায়তায় অবারিত দ্বার হয়েই আছেন, তবে যে হারে জল গ্রামের মধ্যে ধেয়ে আসছে কতক্ষণ আশ্রম নিরাপদে থাকবে তা যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। উপকূলীয় এই গ্রামের তিনদিকই নদী ও সমুদ্র বেষ্টিত। কোটালের দরুন জলোচ্ছ্বাসের এই ভয়াবহ প্রভাবে গ্রামের মানুষ প্রায় দিশেহারা।

মাননীয় সাংসদ শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশ বছরে ডায়মন্ড হারবার মডেলকে কেন্দ্রকরে ২০২৪ এ বজবজের চড়িয়াল ট্রাঙ্ক রোডে কার্নিভালে নন্দনপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সঙ্গে বজ বজ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সভাপতি মিঠুন টিকাদার ।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৪০ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, ই.সি.জি.সি. লিমিটেড প্রবেশনারি অফিসার পদে ৪০ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৪"এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৯-১৯৯৪ থেকে ১-৯-২০০৩"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড়পাবেন। মূল মাইনে: ৫৩,৬০০-১,০২,০৯০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪)।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৬ নভেম্বর, পূর্ব ভারতে কলকাতা, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি ও ভুবনেশ্বরে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ (এম.সি.কিউ.) টাইপের ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে রিজনিং এবিলিটি – ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, কম্পিউটার নলেজ ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড- ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১৪০ মিনিট। এই পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। এরপর ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে প্রবন্ধ লেখা ২০ নম্বর ও প্রেসি লেখায় ২০ নম্বর থাকবে। সময় থাকবে ৪০ মিনিট।

কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহে। ফল বেরোবে ১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। ইন্টারভিউ হবে জানুয়ারিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৩ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.ecgc.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। তারপর নিচের প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করবেন: I——(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর পরীক্ষা ফী বাবদ ৯০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ২১২ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : হিন্দুস্তান উরবরক অ্যান্ড রসায়ন লিমিটেড গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদে ২১২ জন লোক নিচেছ। চাকরি হবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, এন.টি.পি.সি. লিমিটেড, কোল ইন্ডিয়া, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন ও হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের অফিসে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (কেমিক্যাল): কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল টেকনোলজি বা, কেমিক্যাল প্রসেস টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৪০টি। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (ইন্সট্রুমেন্টেশন): ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইনলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৫টি। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (ইলেক্ট্রিক্যাল): ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৬টি। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (মেকানিক্যাল): মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৬টি। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (কেমিক্যাল): কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল টেকনোলজি বা, কেমিক্যাল প্রসেস টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ১৩০টি। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (ইন্সট্রুমেন্টেশন): ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন, প্রসেস কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৫টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে ডিগ্রি কোর্স পাশদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতায় অন্তত ৬০% আর ডিপ্লোমা কোর্স পাশদের বেলায় অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। স্টাইপেন্ড গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় মাসে ৪০,০০০ টাকা ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় মাসে ২৩,০০০ টাকা। ট্রেনিংয়ে সফল হলে মূল মাইনে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ৪০,০০০-১,৪০,০০০ টাকা ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ২৩,০০০-৭৬,২০০ টাকা। বয়স হতে হবে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ৩০-৯-২০২৪"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HURL/GET-DET/ 2024/01, Date: 25/09/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ২ ঘন্টার ১৫০টি প্রশ্ন হবে। এর মধ্যে ১০০টি প্রশ্ন হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর আর ৫০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং, জেনারেল নলেজ /অ্যাওয়ারনেস। নেগেটিভ মার্কিং নেই। এরপর ইন্টারভিউ হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২১ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://career.hurl.net.in এজন্য বৈধ একটি ই- মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান (৪০ কে.বি.র বেশি হবে না, এর মধ্যে ফটো ৩০ কে.বি. ও সিগনেচার ১০ কে.বি. হতে হবে) করে নিয়ে যাবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ৭৫০ টাকা আর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের বেলায় ৫০০ টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং বা, ইউ.পি.আই.-এ জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০২৪

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জেদী মনোভাবের দরুণ স্বজনের সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে চরম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ের জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল লাভ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : কাজকর্মে অমনোযোগিতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিলাসবসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে। ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ও চাকরিতে শুভফল লাভ। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১১ বার ও নমো নারায়ণের' জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রেও বিদেশ যেতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সাবধানে চলাফেরা করুন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আলস্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে যেমন বিমা, শেয়ার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর গৃহে কোনও শুভ অনুষ্ঠান। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওম ভাস্করায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১বার ওঁ বুধীয় নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। চুরি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। বন্ধু বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গাড়ি ক্রয়ের পরিকল্পনা হলেও তা স্থগিত রাখাই ভালো। একাধিক পথে উপার্জন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের আহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের জন্য গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের বিরূপ আচরণে মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গৃহে অনুষ্ঠান ও অতিথির আগমন।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১০৮ বার ওঁ গুরবে নম জপ করুন।

মকর রাশি : শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মানসম্মান বৃদ্ধি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ মান্দায় নম জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বায়ুপথে ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। নামী কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গণেশায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। মাতৃকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনো কাজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

সেনাবাহিনীতে ৩০ টেকনিক্যাল অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: ভারতীয় স্থলবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে (টি.জি.সি. -১৪১) অফিসার পদে ৩০ জন অবিবাহিত ছেলে নিচেছ। কারা কোন শাখার জন্য যোগ্য: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ওপরের ওইসব শাখার এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৫"র হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৮ থেকে ১-৭-২০০৫"এর মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জুলাইয়ে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মাইনে: ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা।। শূন্যপদ: সিভিল শাখায় ৮টি, কম্পিউটার সায়েন্স ৬টি, ইলেক্ট্রিক্যাল-২টি, ইলেক্ট্রনিক্স-৬টি, মেকানিক্যাল-৬টি, মিসলেনিয়াস ইঞ্জিনিয়ারিং-২টি। প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের কল লেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু ও ভোপালে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ৩-৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ে যাতায়াতের ভাড়া ফেরৎ পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ই-মেলে বা, এস.এম.এস.এ জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। কোনো দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৩,৩০৬ গ্রুপ ডি, স্টেনো, ড্রাইভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, এলাহবাদ : এলাহবাদ হাই কোর্ট গ্রুপ-ডি পদে ১,৬৩৯ জন, ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-।।। পদে ৫৮৩ জন, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১,০৫৪ জন, পেইড অ্যাপ্রেন্টিস পদে ১২২ জন আর ড্রাইভার পদে ৩০ জন লোক নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: গ্রুপ-ডি পদে নেওয়া হবে এইসব ক্যাটেগরিতে: টিউবওয়েল অপারেটর কাম ইলেক্ট্রিশিয়ান: ক্লাস এইট পাশরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা প্রসেস সার্ভার: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাইনে একই। অর্ডারলি / পিওন / অফিস পিওন / ফরাস : ক্লাস এইট পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাইনে একই। চৌকিদার / ওয়াটারম্যান / সুইপার / মালি/কুলি/ভিস্তি/লিফটম্যান ইতে ক্লাস এইট পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাইনে একই। : সুইপার কাম ফরাস: ক্লাস সিক্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাইনে মাসে ৬,০০০ টাকা। ওপরের ওই ৫টি পদে মোট শূন্যপদ: ১,৬৩৯টি। বিজ্ঞপ্তি নং: 01/ Dist. Court/ Group-D/2024.ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-।।।। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা স্টেনোগ্রাফির সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আর ইংরিজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৩০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। এন.আই.ই.এল.আই.টি. (ডোয়েক সোসাইটি) থেকে সি.সি.সি. সার্টিফিকেট আর কম্পিউটারে হিন্দি / ইংরিজি টাইপ রাইটিংয়ে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ২৫টি/৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫৮৩টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/ Dist. Court/ Stenographer/2024. জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। এন.আই.ই.এল.আই.টি. (ডোয়েক সোসাইটি) থেকে সি.সি.সি. সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। কম্পিউটারে ইংরিজি ও হিন্দি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৩০টি ও ২৫টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। এছাড়াও পাটিগণিত, পরিমিতি, ল্যান্ড সার্ভেয়িং ও ম্যাপিংয়ের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। উর্দু ও হিন্দি ভাষায় কাজ চালানোর মতো বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। মূল মাইনে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা এছাড়াও গ্রেড পে ২,০০০ টাকা শূন্যপদ ৯৩২টি। এই পদের বিজ্ঞপি 01/Dist. Court/ Category-C Clerical Cadre/2024. পেইড অ্যাপ্রেন্টিস: যে কোনো শাখাস উচ্চমাধ্যমিক পাশর এন.আই.ই.এল.আই.টি. (ডোয়েক সোসাইটি) থেকে সি.সি.সি. সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর কম্পিউটারে ইংরিজি ও হিন্দি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৩০টি ও ২৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। এছাড়াও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২২টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/Dist. Court/Category-C/ Clerical Cadre/2024. ড্রাইভার (গ্রেড-V): মাধ্যমিক পাশরা ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আর গাড়ি চালানোর কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। হিন্দি ও ইংরিজি ভাষায় লিখতে, বলতে পারা দরকার। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। এছাড়াও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩০টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/Dist. Court/ Drivers (Driver Category C / Grade-IV/2024. সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৪"র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি"। এজন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে আগ্রা, আলিগড়, এলাহবাদ, আজমগড়, বান্দা, বড়বাঁকি, বেরেলি, বস্তি, বিজনুর, বুলন্দশহর, চিত্রকোট, ফৈজাবাদ, গৌতমবুদ্ধ নগর, গাজিয়াবাদ, গন্ডা, গোরক্ষপুর, ঝাঁসি, কানপুর, কানপুর নগর, লখিমপুর খেরি, লখনৌ, মথুরা, মিরাট, মির্জাপুর, মোরাদাবাদ, মজঃফর নগর, রায়বেরেলি, সিতাপুর, উন্নাও, বারাণসি। গ্রুপ-ডি পদের বেলায় দু"টি পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা হবে। আর অন্যান্য পদের বেলায় একটি পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষা হবে। সব পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষায় ৯০ মিনিটের ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের। এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ, (২) জেনারেল স্টাডিজ, (৩) অঙ্ক, (৪) হিন্দি। উত্তর দিতে হবে ও.এম.আর. শীটে। গ্রুপ-ডি পদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় ৯০ মিনিটের ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের। এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ, (২) জেনারেল স্টাডিজ, (৩) অঙ্ক, (৪) হিন্দি। এরপর সব পদের বেলায় স্কিল টেস্ট হবে। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পেইড অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় ২৫ নম্বরের হিন্দি টাইপিং ও ২৫ নম্বরের ইংরিজি টাইপিং টেস্ট। টাইপিং টেস্ট হবে কম্পিউটারে। ড্রাইভার পদের বেলায় ড্রাইভিং টেস্ট হবে। স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-।।। পদের বেলায় ২৫ নম্বরের হিন্দি টাইপিং ও ২৫ নম্বরের ইংরিজি টাইপিং টেস্ট। তারপর ৫০ নম্বরের শর্টহ্যান্ড টেস্ট। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং নেই। ই-অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://exams.nta.ac.in/AHcRE, www.allahabadhighcourt.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও মৌলবাদের আতঙ্কে

প্রথম পাতার পর

আসে নদীর পাড়ে। ওরা প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেয়না। তবে ওপারের লোক নৌকা করে আসে সীমানা বরাবর, আর এপারের লোকও তেমনভাবেই যায়। আন্তর্জাতিক সীমানা কেউই অতিক্রম করে না। মাঝ বরাবর গিয়ে সবাই ভাব-ভালবাসা আদান-প্রদান সহ চকোলেট ইত্যাদি বিলি-বন্টন করে। এই পর্যন্ত। তবে এবারে তো বাংলাদেশের পরিস্থিতি অন্যান্যবারের মত নয়। তাই হয়তো ওরা আসেনি। তবে নিষেধাজ্ঞা বলে কিছু ছিল না। আর সীমান্ত ব্যাপারটা তো দেখে বিএসএফ। তাদের নজরদারি যেমন থাকে, তেমনই ছিল। তবে ২০০-২৫০ পুজো সমগ্র বাংলাদেশে হয় কিনা সন্দেহ।'

সীমান্তবর্তী কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, শেখ হাসিনার পর বাংলাদেশ এখন মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। একারণে সেদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিমাও ভেঙে দিয়েছে ওরা। তাই আতঙ্কের কারণেই ওপারের সংখ্যালঘুরা স্বর্তঃস্ফূর্ত হতে পারছেনা।

প্রতিশ্রুত বাজি হাব এখনও বিশবাঁও

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনা ঘটলে তা প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে। জমি দেখার কাজও শুরু করে প্রশাসন। প্রায় এক বছর হতে চলল আবার দীপাবলি উপস্থিত। কিন্তু এখনও সেই বাজি হাব নির্মাণ বিশবাঁও জলে। সম্প্রতি ওই এলাকায় গিয়ে চোখে পড়লো, বাজি বাজার না জমলেও প্রচুর দোকান ইতিমধ্যেই খুলে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ বাজি ব্যবসায়ীরা বাজিহাবের ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারলেন না। শেখ মহিম নামে এক বাজি ব্যবসায়ী বললেন, শুনেছিলাম বাজি হাব হবে কিন্তু এখন কি পর্যায়ে আছে তা আমরা জানি না। পুটখালি এলাকার দীর্ঘদিনের তুবড়ি বাজি নির্মাণ কর্মী তাপস মণ্ডল জানালেন, শুনেছিলাম বাজি হাব হবে কিন্তু ওখানে পয়সা দিয়ে কিভাবে আমরা স্টল নেব, আমাদের যে গোডাউন আছে সেখানেই আমরা মাল প্রস্তুত করি নিয়ম কানুন মেনে। আমরা চাই আমাদের যথার্থ প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশাসন ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করুক। আমরা পরিবেশবান্ধব আলোকবাজি নির্মাণেই বিশ্বাসী। স্থানীয় আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানালেন, বজবজ বিধানসভা এলাকার বলরামপুর মৌজায় আমরা জমি চিহ্নিত করেছি বাজি হাব নির্মাণের জন্য। কিন্তু অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের এখনও এনওসি আমরা পাইনি তাই কাজ এগোতে পারছি না। কবে নাগাদ বাজি হাব নির্মাণ সম্পন্ন হবে? সে প্রশ্নের উত্তরে শুকদেববাবু কোন দিনক্ষণ জানাতে পারেননি। আলিপুর সদর মহাকুমার মহাকুমা শাসক তমোঘ্ন কর অবশ্য অন্য তথ্য দিলেন। তিনি জানান, সরকারিভাবে বাজি হাব নির্মাণ করতে বলা হয়েছে, জমি চিহ্নিত হলেও বিভিন্ন কারণে জমি অধিগ্রহণ এখনও সম্ভব হয়নি। জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হলে বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত পরিকাঠামো ঠিক করা হবে। স্থানীয় মানুষজনের দাবি, যখনই কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটে তখন প্রশাসন নড়েচড়ে বসে, তারপর সব চুপচাপ হয়ে যায়।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শব্দবার্তা ৩১৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চুক্তি ৪। পুলিশ কমিশনার ৫। পদ্ম ৭। মূলত, সর্বাগ্রে ৯। ঝুমুর গায়কের দল ১০। উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো।

উপর-নীচ

১। নিকট, সমীপস ২। রাইস মিল ৩। অস্ত্রোপচার ৬। হিন্দুদের এক পদবি ৭। প্রবাদ ৮। সেই হেতু।

সমাধান : ৩১৫

পাশাপাশি : ১। অনুপম ৪। হাসপাতাল ৫। রসজ্ঞান ৭। আইনত ৯। পরামানিক ১০। থানকুনি।

উপরনীচ : ১। অবন্তির ২। মহাজন ৩। লতাবিতান ৬। সরফরাজি ৭। আত্মকথা ৮। তড়পানি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৬২৮৯২২১৭০০

দুর্ঘটনা

বিপদজনক রাস্তা দিয়ে নিত্য যাতায়াত

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পরে তখন মানব সভ্যতার অগ্রগতিও থমকে যায়। পণ্যদ্রব্য সরবরাহ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী কিম্বা অসুস্থ মানুষের জন্য সেই সড়ক দিয়ে যাতায়াত দুর্বিষহ হয়ে যায়। এই রাস্তাটি মাকড়দহ শনি মন্দিরের কাছে থেকে শুরু করে চৌধুরীপাড়া হয়ে হাওড়া – আমতা রেল লাইন পার হয়ে মনসাতলা উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। বিশেষ করে শনিতলা থেকে শুরু করে চৌধুরীপাড়ার রাস্তার বেহাল দশা। গাড়ি গর্তে পড়ে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বিপদ। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে

এলাকাবাসীর প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি যাতে অতি দ্রুত এই রাস্তাটি সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে।

বাইক চালককে ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ইঞ্জিন চালিত মোটর ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। বর্তমানে ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সরবেড়িয়ার যুবক সৌরভ সরদার। সোমবার রাতে বাইক চালিয়ে রাজবাড়ি এলাকায় গিয়েছিলেন। ফেরার সময় একটি ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ওই যুবকের বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় যুবক। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং

মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।

মৌমাছির আক্রমণে জখম ১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চলের রাজনগর ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনে বহিলাপাড়া যাওয়ার রাস্তায় সোমবার অনেকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ করে কিছু মৌমাছি আবার মানুষজনকে আক্রমণ করছে। মৌমাছির আক্রমণে জখম হয়েছে ১৭ জন। জখম ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় রাজনগর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। কয়েকজনকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

লক্ষ্মীপূজার দিন বর্জপাতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : ১৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিন বিকালে বর্জপাতে সুন্দরবনের কুলতলি থানার দেউলবাড়ী গ্রামে বিশ্বনাথ সরদার(৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সুন্দরবনের কুলতলি জয়নগর সহ একাধিক এলাকায় বিকেল থেকে বর্জপাত সহ তুমুল বৃষ্টি ওশুরু হয়। সেই সময়ে দেউলবাড়ি গ্রামের বিশ্বনাথ সরদার নামে এক কৃষিজীবি তাঁর বাড়ির পাশের জমিতে চাষ করার সময় বর্জপাতে মৃত্যু ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। মৃতদেহ বৃহস্পতিবার

আমাদের ভাগ হওয়া যাবে না বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ সেপ্টেম্বর সিউড়ি বিজেপি কার্যালয়ে বিজয়ী সম্মেলনে যোগদান করেন রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বক্তৃতায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কেষ্টবাবুর সিকিউরিটি সাইগলকে তিহারে গিয়ে জেরা করেছে। এনআইএ কি করবে আমি জানি না। এনআইএ চাইলে কেষ্টবাবু, রাজেন্দ্র সিং(নলহাটি বিধায়ক), আশীষ ব্যানার্জীর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জী(ডাকনাম বুবাই),সভাধিপতি ঠিকাদার ইসলাম শেখ এদের সঙ্গে বিকাশও আছে পঞ্চায়েত ভোটের থেকে এরাও আরো ভদ্র হয়েছে। নানুরে ভোট হয়নি কাজল ভোট করতে দেয়নি। লাভপুরে ভোট হয়নি। ময়ূরেশ্বরে বালি চোর জটিলেশ্বর ভোট করতে দেয়নি। নলহাটি, হাঁসন, মুরারই স্ট্রং মুসলিম ভোট প্রভাব ফেলেছে। মোদিজীর শৌচালয় নেব, বাড়ি নেব, থলে হাতে রেশন নেব তখন ওটা আমার অধিকার। ভোটের সময় বলব, বিজেপি হিন্দুদের পার্টি ওকে ভোট দেওয়া যাবে না ইমাম সাহেব বলেছে শুক্রবার। হিন্দুদের সব বুথে রাখতে হবে সঙ্গে আদিবাসীদের। আমাদের ভাগ হওয়া যাবে না। বিজয়ী সম্মেলন শেষে রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে একসাথে বসে ভোজন করেন। বীরভূম বিজেপি জেলা কার্যালয়ে বিজয়ী সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এ্যাপ্রোচ রোডের অভাবে এখনও চালু হল না সুন্দরবনের ৩টি ব্লকের সংযোগকারী ঢাকি ব্রীজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : দীর্ঘদিন আগে ব্রীজ তৈরি হয়েও এ্যাপ্রোচ রোডের অভাবে এখনো যান চলাচল চালু না হওয়ায় সমস্যায় সুন্দরবনের তিনটি ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বাম আমলে নির্মিত ঢাকির ব্রীজ এখনও যান চলাচলের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। ৮ই মার্চ ২০০৮ সালে তখন ছিল বামফ্রন্টের শাসনকাল, সেই সময়ে তৎকাকীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লার উপস্থিতিতে এই ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। রায়দিঘির বিধায়ক তথা তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির সময়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হলেও পরে তা বন্ধও হয়ে যায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কারণে। এই নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন তৃণমূলের দেবশ্রী রায়ের কাছে। তার পরে বেশ কয়েক বছর ব্রিজের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায় আবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেবশ্রী রায়ের তত্বাবধানে কাজ শুরু হলেও আবার চলে আসে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতেই রায়দিঘি বিধানসভা থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দেবশ্রী রায়কে প্রার্থী না করে রায়দিঘির ভূমিপুত্র ডা: অলক জলদাতাকে প্রার্থী করে। তিনি জয়লাভ করেন।এলাকার মানুষজন একাধিক দপ্তরে ব্রীজের কাজ শুরু হওয়ার কথা জানানোর পর অবশেষে কাজ শুরু হয় ২০২২ সালে। কিন্তু দুইদিকের জমি জটের সমস্যায় আবার কাজ

বন্ধ হয়ে পড়ে। কুলতলি বিধানসভার অধীনে জয়নগর ২ ব্লকের চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের ঢাকি ব্রিজটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কুলতলিতে ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হন গণেশ চন্দ্র মণ্ডল। আর এরপরে দুই বিধানসভার সংযোগকারী ঢাকী ব্রিজের এপ্রোচ রোডের জমি জট কাটিয়ে অ্যাপ্রোচ রোডের মাটির ফেলার কাজ এবছর শুরু হলেও বর্ষা নামায় তা বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্রিজের বরাতকারী ঠিকাদার সংস্থা দীর্ঘ দিন ধরে ঠিক মতো কাজ না করায় চরম দুর্দশায় ও দুরবস্থার মধ্যে তিনটি ব্লকের কয়েক হাজার মানুষজন। বিশেষ করে কুলতলি থেকে রায়দিঘি কলেজ কিংবা রায়দীঘি গ্রামীন হাসপাতালে যেতে গেলে খুবই সমস্যা পড়তে হয় এলাকার মানুষের। স্থানীয় মানুষজন জানান, আমাদের এখনো একমাত্র ভরসা খেয়া পারাপার। যাত্রী ঠিকমতো না হলে পারাপার সম্ভব হয়ে ওঠে না তার উপরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে তো আর কথাই নেই। চরম দুর্ভোগে যাতায়াত করতে হয় আমাদের। কবে এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাব সেদিকে তাকিয়ে আছি আমরা। আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক। এব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, সব সমস্যা মিটে গেছে খুব শীঘ্রই চালু হবে সুন্দরবনের বহু প্রতীক্ষিত ঢাকি ব্রীজ।

পানীয় জলের অভাবে চরম সংকটে কুলতলির কয়েকশো মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: আয়লার পর থেকে এখনো সুন্দরবনের মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি।আর সেই সুন্দরবনের কুলতলিতে পানীয় জলের সংকটে ভুগছে একটি গ্রামের কয়েকশো মানুষ। কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কেওড়া মাঠাল গ্রামে পানীয় জলের গভীর নলকূপ আছে, তবে জল নেই। গত কয়েক মাস ধরে নলকূপটি বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর জেরে পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে নাকাল হতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। দ্রুত এর সমাধান চায় স্থানীয় মানুষ। সমস্যার কথা একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল বলে জানালেন স্থানীয় মানুষজন। কিন্তু তাতে কোন সুবিধা

হয়নি।এখনো বিকল হয়েই পড়ে আছে সেটি। স্থানীয় বাসিন্দা হামিদ হাজরা বলেন, জল মানুষের জীবন। আর সেই জল থেকেই আমরা বঞ্চিত। তাই প্রশাসনের কাছে দাবি, অবিলম্বে এই পানীয় জলের নলকূপটি মেরামত করে আমাদের ব্যবহার যোগ্য করে দেওয়া হোক।তবে এ ব্যাপারে মেরীগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েতের প্রধান কোনো মন্তব্য না করলেও কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

টাকের জন্য সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : অভিনব উদ্যোগ বিধায়কের। বেছে বেছে টাক পড়া মানুষদের সংবর্ধনা দিলেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সওকাত মোল্লা। ১৬ অক্টোবর বিকালে ক্যানিংয়ের শতাধিক টাকপড়া মানুষকে সংবর্ধনা দেন তিনি। এদিনের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে তুমুল আগ্রহ তৈরি হয় এলাকার মানুষের মনে। একটি করে পাঞ্জাবি ও একটি করে গোলাপ ফুল উপহার তুলে দিলেন শওকত মোল্লা। শওকত মোল্লা মনে করেন যাদেরমাথায় চুল নেই পড়ে গেছে তাদের বুদ্ধি বেশি তাই তাদেরকে বুদ্ধিজীবী হিসাবে এই সমস্ত মানুষদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে গোটা বিধানসভা জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানান বিধায়ক। এই অভিনব কাজকর্ম দেখে সবাই হতবাক এবং টাক পড়া মানুষগুলো খুবই খুশি এধরনের সংবর্ধনা পেয়ে।

সুন্দরবনের ৩টি ব্লকের সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: সুন্দরবনের যোগাযোগের মূল রাস্তা সংস্কারের এবার দাবি তুলল স্থানীয় মানুষজন। প্রায় ৫ বছর আগে বেহাল রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল। তারপর থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ না হওয়ায় দ: ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের আমতলী গ্রামের খেয়াঘাট থেকে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙা পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি গ্রামীণ সড়কের বেহাল অবস্থা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয় না রাস্তার পাশে জলনিকাশি নালার সংস্কার হয় না, বেআইনিভাবে রাস্তার পাশে থাকা জলনিকাশি নালার ওপর বেআইনি নির্মাণ কাজ করার ফলে এই রাস্তায় জল জমে রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। তাঁর ওপর এই রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণে

সরকারি নজরদারির অভাবে ও ধীরে ধীরে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা বেড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এক পশলা বৃষ্টিতে এক হাঁটু জল জমে এই রাস্তায়। একপলকে মনে হবে রাস্তা নাকি এটা পুকুর। এই রাস্তাটির দুরবস্থার কথা প্রশাসনিক স্তরে বারবার বলা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে বলেই অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের। এই রাস্তা দিয়ে কুলতলি, জয়নগর ও ক্যানিং এই তিনটি ব্লকের মানুষ যাতায়াত করে নিয়মিত। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়ার কারণে এই বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক লক্ষ অধিবাসীর যাবতীয় কাজকর্ম, এমনকি মুমূর্ষু রোগীদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও অপরদিকে কুলতলি থানার জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়ে বলে অভিযোগ এলাকার মানুষদের। এই বেহাল রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলকারী কুলতলির এক অটো চালক আক্রম সরদার বলেন, এই বেহাল রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন আমাদেরকে কুলতলি এলাকার মানুষদের নিয়ে ক্যানিং যেতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বহু দুর্ঘটনার সাক্ষী রয়েছে এই বেহাল রাস্তা। তবে এবিষয়ে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন, ওই রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি আমি সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখবো এবং তাঁর পরে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কতকাল শিক্ষানবীশ থাকবে?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদে প্রায় দুইশত শিক্ষিত বেকার যুবককে শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এদের শিক্ষার মেয়াদ ছিল দেড় বছর এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ দেড়শত টাকা। জানা গেল, দু বছর পার হয়ে গেছে এখনও এই হতভাগ্য বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয় নি। বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃ–পক্ষ এদের কোন সুনিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারছেন না। রাজ্য মন্ত্রীসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এই শিক্ষিত বেকার যুবকদের দ্রুত কর্ম– সংস্থানের জন্য অনুরোধ করছি।

৮ম বর্ষ, ১১ অক্টোবর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৭শ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

বালি পাচার রুখল এনফোর্সমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নো এন্ট্রি সত্ত্বেও অবাধে চলছিল বালি পাচার। ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অবৈধ বালি পাচার রুখলো বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ১৭ অক্টোবর মধ্যরাতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার শেরপুরগামী বালিবোঝাই ডাম্পারকে আটক করা হয় সিউড়ি লম্বোদরপুরের কাছে ১৪ নং জাতীয় সড়কে। ই–চালানবিহীন দুটি গাড়িই চালকদের কথামতো খটঙ্গায় অবৈধ বালি ব্লক থেকে বালি উত্তোলন করেছে। উভয় চালক স্বীকার করেছে তারা প্রতিদিনের মতো অবৈধ বালি পরিবহনের সাথে জড়িত। দুটি মালদাগামী বালি বোঝাই ডাম্পার হোসনাবাদে থামে যারা খটঙ্গা বালি ব্লক থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল কিন্তু ই–চালান ছিল যা মল্লারপুর থানার বাজিতপুর বালি ব্লকের পক্ষে জারি করা হয়। উভয় চালককে ত্রুটিপূর্ণ ই–চালান উল্লেখ করে সতর্ক করা হয় যা আপাতদৃষ্টিতে বৈধ কারণ যথাসময়ে রয়্যালটি প্রদান করা হয়। তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ডাম্পারগুলোকে ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এইরকম অভিযান আরো চলবে বলে জানান ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী।

ছাত্রীর খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগরে নাবালিকা ছাত্রীর খুনের ময়নাতদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর একাধিক তথ্য। ওই নাবালিকাকে খুনের আগে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল।কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বারুইপুর মহকুমা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কল্যাণীর কেন্দ্রীয় হাসপাতলে থেকে ময়না তদন্ত করা হয় ওই নাবালিকার ছাত্রীর দেহের। ১৬ অক্টোবর সেই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। জয়নগরের নাবালিকা খুনের ময়না তদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বল পূর্বক বা জোর করে যৌন নিগ্রহ করা হয়। এমন ক্ষত মিলেছে ময়না তদন্তে। মৃত্যুর কারণঃ Smothering And Manual strangulation অর্থাৎ গলা ও মুখ চেপে ধরে শ্বাস রোধ করে খুন করা হয়। শরীরের আঘাত গুলো অ্যান্টিমর্টেম ইনজুরি। অর্থাৎ খুনের আগে বল প্রয়োগ করার জন্য শরীরে একাধিক আঘাত পাওয়া গেছে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পরে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ওই নাবালিকার বাবা। পুলিশ গাফিলতির কারণে এত কিছু ঘটে গেল বলে অভিযোগ তুলল মৃতের বাবা। কেন পকসো আইনে মামলা রুজু করা হল না তা নিয়ে ও সরব হয়েছে মৃতার বাবা। এই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে আবার সি বি আই তদন্তের দাবি তুললো তিনি।

অনুব্রত মণ্ডলের বিজয়া সম্মেলনে হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরু পাচার মামলায় দুর্গাপুজোর আগে জামিন পায় বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। ১৭ অক্টোবর মুরারই পশুহাটে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিল অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রতর সভায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা হয়। মঞ্চে উপস্থিত অনুব্রতর সামনেই চলে তৃণমূল কর্মীদের ব্যাপক হাতাহাতি। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিনের সভায় অনুপস্থিত ছিল কোর কমিটির তিন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশীষ ব্যানার্জী, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ,লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। তাহলে কি ফের প্রকাশ্যে চলে এল বীরভূম জেলা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? উঠছে প্রশ্ন। যদিও অনুব্রত সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দেয়।

বিষধর কেউটে সাপ মেরে হাসপাতালে হাজির যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : ১৫ অক্টোবর দুপুর ১২টা নাগাদ বিশালাকৃতির বিষধর কেউটে সাপ মেরে হন্তদন্ত হয়ে সোজা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রবেশ করলেন এক যুবক। সাপ দেখতে ভিড় জমায় মানুষজন। প্রায় ৪ ফুট লম্বা মৃত সাপটি থলে থেকে বের করে ওই যুবক। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও রোগীর পরিবার পরিজনের বিশালাকৃতির সাপ দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। তড়িঘড়ি ওই যুবককে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা শুরু করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপ মণ্ডল। ঘটনার খবর পেয়ে বহির্বিভাগ থেকে দৌড়ে আসেন সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায়। তড়িঘড়ি আক্রান্ত যুবক কুরমান আলি সরদারকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ দেওয়া হয়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর সোনাখালির যুবক কুরমান আলি সরদার। এদিন তার বাড়ির মধ্যে বিশালাকৃতির একটি কেউটে সাপ বামহাতে কামড় দেয়। তড়িঘড়ি সাপটি মেরে ফেলে। মৃত সাপ নিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপটি সম্ভবত অন্তঃস্বত্বা ছিল। সাপ মারা একে বারেই উচিৎ নয়। কারণ পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতি হবে। আক্রান্ত যুবক ভালো রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।' তিনি আরো বলে সাপ সম্পর্কিত তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরী। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কিত তথ্য পাঠ্য পুস্তকে রয়েছে। সাপ সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহলে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে আর অপরদিকে সাধারণ মানুষ সচেতন হবেন এবং সাপকে বাঁচিয়ে রাখতে দায়িত্ব পালন করবেন।'

সুন্দরবনের ছাত্রীদের সাইকেল তুলে দিল স্বেচ্ছাসেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: প্রত্যন্ত সুন্দরবন। নদীনালা বেষ্টিত এলাকা। ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমির। জীবন যুদ্ধে লড়াই করে সুন্দরবনের বাসিন্দাদের থাকতে হয়। এই সমস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের প্রয়োজন একটু লেখাপড়া। পড়াশোনার জন্য সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার পড়ুয়াদের সমস্যায় পড়তে হয়। নদী পারাপার হয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হয় ইস্কুলে। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা বিভিন্ন যানবাহন চড়ে। অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য যানবাহন যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। হবেই বা কি করে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা ও সচ্ছল নয়। তবুও জীবন যুদ্ধে শামিল হয়ে সুন্দরবনের মেয়েরা পড়াশোনা শিখে নিজের পায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়। এমনকি ছাত্রীছাত্রদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল দেওয়া হয়। তবে সেটা নবম শ্রেণীর পর। এমত অবস্থায় সুন্দরবন এলাকার পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীরা যাতায়াত সমস্যায় জর্জরিত। তাদের সেই সমস্যার কথা উপলব্ধি করতে পেরে এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছাসেবী সুন্দরবন ফাউন্ডেশন। এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের প্রান্তিক এলাকার বালি ধনমণি হাইস্কুল, বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দির, সত্যনারায়ণ পুর হাইস্কুল, বালি পূর্বপাড়া হাইস্কুল সহ বেশ কিছু স্কুলের মোট ২০

জন ছাত্রীর পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্কুলে যাতায়াত সমস্যার সমাধান করলেন স্বেচ্ছাসেবী উপহার স্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রীর হাতে তরফে তুলে দেওয়া হয় নতুন 'হিরো সাইকেল'। নতুন সাইকেল পেয়ে খুশি অনন্যা জানা, সুপ্রিয়া জানা, মিতালী মণ্ডল, সোনালি মল্লিক, রানু মণ্ডল, তানিয়া দাস, মৌমিতা মণ্ডল'রা। কর্ণধার প্রসেনজিত মণ্ডল জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার ছাত্রীদের কথা ভেবেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ তাদেরকে খুব কষ্ট করে অনেক রাস্তা পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয়। তবে ওরা লড়াই করতে জানে। আগামীদিনে যাতে ওরা পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এলাকার সম্মান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীদিনে যাতে আরো বেশী ছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাও করা হবে।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৯ অক্টোবর – ২৫ অক্টোবর, ২০২৪

জয়হিন্দ — হোক জাতীয় সম্বোধন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার 'হ্যাণ্ড–ওভার' মুক্ত হয়ে সময় এসেছে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম মূলক আবহ তৈরি করার। গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে বিচ্ছন্নতাবাদী শক্তি নানা সময়ে মাথাচাড়া দিয়েছে। উদারনৈতিক আবহে দেশ বিরোধী ভাবনা, স্লোগান দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ভাল বার্তা দেয় না। দেখা গেছে নানা আইনের সুযোগ দেশের ঐক্য যাঁরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে দুর্বল করছে তারা কোন কোন রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজে নেয়। দেশের সীমানা অটুট রাখতে বহু সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছে এবং এখনও তাঁরা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সীমা সুরক্ষার কাজ করে চলেছেন। ইংরেজের অধীনে থাকার কারণে আজও সরকারি চিঠিপত্রে ব্রিটিশ সম্বোধনকেই ব্যবহার করতে হয়। এমনকি দু–একটি রাজ্য ছাড়া প্রায় প্রতিটি রাজ্যের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়েস স্যার/ ম্যাডাম বলার প্রচলন রয়েছে। চিঠিপত্রের শেষে 'থ্যাঙ্ক ইউ' কিংবা মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট লেখা হয়ে থাকে।

আজ থেকে ৮১ বছর আগে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর অখণ্ড ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগারোটি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান এই সরকারকে মান্যতা দেয়। দেশি ও বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা, ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানই ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল দেশ ছাড়তে। নানা ধর্মের নানা মতের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই নেতাজি জয়হিন্দকে রাষ্ট্রীয় সম্বোধন ঘোষণা করেছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের নথিপত্রে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃভূমির জায়গায় 'জয়হিন্দ' ধ্বনি মুখে নিয়ে রণক্ষেত্রে হাজার হাজার আজাদি জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ যুগে বন্দেমাতরম, ভারত মাতাকি জয় কিংবা ইনক্লাব জিন্দাবাদ নানা ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী এবং নেতাজিও এই স্লোগানগুলি বলেছেন নানা সময়ে। 'জয়হিন্দ' ধ্বনি নিয়ে কোন সম্প্রদায় বা বিপ্লবী দলের ছুঁতমার্গ ছিল না। নেতাজির দিল্লী চল, আহ্বান ও তাঁর জয়হিন্দ স্লোগান পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দেরও আন্দোলিত করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার 'জয়হিন্দ' সম্বোধনকে সরকারি কাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিলে দেশপ্রেমের ছোঁয়া কিছুটা হলেও স্পর্শ করবে। ঋণস্বীকার না করে আজাদহিন্দ–এর অনেক কিছু বিভিন্ন সময় ভারত সরকার গ্রহণ করেছে, এটা মনে রাখা দরকার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জ্ঞানের উদয়ে দুই–এক এই সত্তা লোপ পেলে ধর্মাধর্মও থাকে না। পরমাত্মা দ্বৈত ও অদ্বৈত কিছুই নয়, ধর্মশূন্য। কিন্তু ধর্মশূন্য হয়েও তিনি দুই ধর্মেই ধর্মান্বিত হয়ে অবস্থান করেন। জল ও জলের দ্রাব্য যেমন অভিন্ন, তেমনভাবে তিনি ঐ আত্মতত্ত্ব হতে অভিন্ন। বস্তুতঃ দ্বৈত অদ্বৈত হতে পৃথক নয়। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে ভেদ–অভেদ লুপ্ত হয়ে ভেদাতীত পরমস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। সুতরাং সর্বসাক্ষী চিদাত্মরূপ অণুতে যে দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই ত্রিবিধ ভাব তা প্রকৃত নয়, বরং তা যে কল্পনাপ্রসূত, তা বুঝে নাও। অঘটন–ঘটন–পটিয়সী মায়ার অদ্ভুত শক্তিতে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিশাল জগৎ দেখা যায়, যদিও তা মিথ্যা তবু সেই মিথ্যা জগৎকে সত্য মনে হয়। কিন্তু যিনি দ্বৈত জগৎকে অদ্বৈত দেখেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুইয়ের কোনটিই তত্ত্ব নয়, কোনটিই উৎপন্ন নয়, অনুৎপন্নও নয়, এদের সত্তা নেই, অসত্তাও নেই। একমাত্র চিৎ বর্তমান, তা ভিন্ন অন্য সকলই সেই চিতের ব্যবহার–পরায়ণতা মাত্র। পরমাণু অতি সূক্ষ্মতার কারণে দৃষ্টির অগোচর হলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু পরমাত্মা দৃষ্টি, বুদ্ধির অতীত, অতীব দুর্লভ্য, দুর্জ্ঞেয়। পরমাণুস্বরূপ সেই পরমাত্মায় কোটি কোটি মন্দর–মেরু অবস্থিত। সর্বব্যাপী সেই পরম পরমাণুতে আকাশ–নগরের মত যে বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখা যাচ্ছে, তা বিচিত্র আকৃতিসম্পন্ন দেখা গেলেও শূন্য ভিন্ন কিছু নয়। এই ভাবে দেখতে সক্ষম হলে জগৎ দ্বৈতভাবহীন এবং পিন্ডীভূত পরমার্থরূপে প্রতিভাত হয়।

বশিষ্ঠ বললে, বিক্রম ও তাঁর মন্ত্রীর ইত্যকার ব্রহ্মালোচনা শুনে কর্কটা স্নিগ্ধ–শীতল হয়ে বিশ্রান্ত হল। পরে অত্যন্ত বিনয়ে তাঁদের সংবর্ধনার্থে কিছু দান করতে ইচ্ছুক হল। বিক্রম বললেন,– হে নিশাচরি। এই কিরাত নামক জনপদের অনেক অধিবাসী বিসূচিকা ও শূলরোগে পীড়িত। তোমার কাছে ব্রহ্মা প্রদত্ত উক্ত রোগের নিবারক মন্ত্র প্রার্থনা করি। আরও কি, যে অজ্ঞলোকেরা অন্যকে দমন ও বিনাশ করে, সেই দুষ্কৃতি পরায়ণদের দমন করাও আমার বাসনা। আজ হতে তুমিও হিংসা পরিত্যাগ করে কারোর বিনাশ করা থেকে বিরত হও, তাহলে আমরা কৃতার্থ হব। কর্কটী হিংসা পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করল এবং রাজপুরুষদ্বয় স্নান–আচমনাদিতে সংস্কৃত হলে, ককটা বিসূচিকার নিরাময়–মন্ত্র দান করল। তারপর সে সমাধি সাধনের উদ্দেশে নির্জনে গমন করল। এইভাবেই সে জীবন্মুক্তি লাভ করল। রাম। বিচারের অভাবে ভেদাতীত ব্রহ্মে ভেদ প্রতীত হয়, যা আদৌ সত্য নয়। আমার বর্ণিত এই উপাদেয় অমৃত কথায় তোমার যাবতীয় ভ্রান্তি ছিন্ন হোক। জানবে ব্রহ্মে হতে উৎপন্ন সব কিছুই ব্রহ্ম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

নিরাপত্তা পরিষদ : সংস্কার ও ভারতের অন্তর্ভুক্তি

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতেই লীগ অফ নেশনস–এর ব্যর্থতার গ্লানি চিরতরে মুছে ফেলতে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে মানবজাতিকে স্থায়ীভাবে নিস্কৃতি দেবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যেভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১ সালে 'লন্ডন ডিক্লারেশন' এর মধ্য দিয়ে, জাতিপুঞ্জের ৭৯ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষে পুনরায় একইরূপ উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য। এখন প্রশ্ন হল– কেন এরূপ আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? একথা অনস্বীকার্য যে, মিসিসিপি– মিসৌরী ও টেমস নদী দিয়ে এতদিনে বহু জল প্রবাহিত হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলেছে। তৎকালীন ফ্যাসীবাদী দেশ ইটালী আজ রূপান্তরিত হয়েছে, বদলে ফেলেছে তার শাসন কাঠামো ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী। ১৯৪৬ সাল থেকেই রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র। অনুরূপভাবে, তদানীন্তন নাৎসী জার্মানীতে এখন এডলফ হিটলার নেই, নেই চরম ইহুদী বিদ্বেসী, ধ্বংসাত্মক ও হিংসাপ্রেমী কোন শাসক। পরিবর্তে, সেখানে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক আধুনিক উন্নত ও মানবদরদী গণতান্ত্রিক সরকার। জাপানে আজ সাম্রাজ্যবাদী হিদেকী তেজো নেই, সেখানে বর্তমানে রয়েছে ফুমিয়ো কিসিদা। জার্মানির ওলফ্ শোলজ, ইটালীর জর্জিয়া মেলোনী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিসিদার সাথে ভারত তথা জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ রাষ্ট্রের বর্তমানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন ওঠে– তাহলে কি কারণে এখন জাতিপুঞ্জ ও নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন? কেন বিশ্বের উন্নত ও ধনী দেশ যথা আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশ আজ ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী পদে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্বের মঞ্চে সোচ্চার হচ্ছেন? মনে রাখতে হবে– জাতিপুঞ্জের গঠনকাল থেকেই তদানীন্তন প্রধান পাঁচ বা 'বিগ ফাইভ' দেশ হিসাবে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে অধিষ্ঠিত রয়েছে। যে

সংগঠন বিগত ৭৯ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা কীভাবে এখনও বিশ্বের অন্য দেশগুলির উপর ছড়ি ঘোরাতে পারে? এদের অনেকেই বর্তমানে শক্তি হারিয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৫ এ জাতিপুঞ্জের যে সনদ লিখিত ও গৃহীত হয়েছিল সেখানে প্রথম অনুচ্ছেদেই এর উদ্দেশ্য ও নীতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভীতি প্রদর্শণ বা হুমকি প্রতিরোধ করা এবং তা নিবারণ করতে এবং আক্রমণ সংক্রান্ত দমনমূলক কাজ প্রতিহত করতে অথবা সেই পরিস্থিতির সমাধান ঘটানো যেটা বিশ্বের শান্তি বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তার জন্য সমষ্ঠিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' বর্তমানে রাশিয়া–ইউক্রেন ও ইজরায়েল–প্যালেস্টাইন– ইরানের মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে তা থেকে কি আমরা বলতে পারিনা যে, নিরাপত্তা পরিষদ 'বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে? কেবলমাত্র আজ রাশিয়া–ইউক্রন বা ইজরায়েল– প্যালেস্টাইন যুদ্ধই নয়, সেই ১৯৫২–৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধ, ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল সংকট, ১৯৬৭(এবং ১৯৪৮–৪৯, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩, ১৯৮২ ও ২০০৬ সালের যুদ্ধ) সালের আরব–ইজরায়েল যুদ্ধ, ১৯৫৫–৭৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাকের যুদ্ধ(২০০৩–২০১১), ১৯৮০ সালের ইরাক–ইরান যুদ্ধ, দু–দুটো ইন্দো–পাক যুদ্ধ(১৯৬৫ ও ১৯৭১), আফগানিস্তানের যুদ্ধ(২০০১–১৪) ইত্যাদিতে সাধারণ মানুষসহ অসংখ্য তরতাজা সেনার প্রাণ গেছে, বহু মানুষ পঙ্গু হয়েছে, ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, ব্রীজ ধুলিসাৎ হয়েছে, বহু লক্ষ সাধারণ মানুষ গৃহহীন, সন্তানহীন, পিতৃ–মাতৃহীন হয়ে নিজেদের প্রিয় বাসভূমি ছেড়ে রাতারাতি অন্যদেশে গিয়ে বা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে চরম অসহায়, অনাহারে ও দৈন্য দশায় দিন যাপন করছে। কেন এমন হবে? কেন সাধারণ মানুষ এত অত্যাচারিত হবে? কেন শিশু ও বৃদ্ধ মানুষগুলোকে চোখের সামনে এত ধ্বংসলীলা ও বোমাবাজি দেখতে হবে? এরপরেও কি আমরা বলব জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? এখানে কোথায় মানুষের সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে জাতিপুঞ্জ ও নিরাপত্তা পরিষদ? তাহলে বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা কি কেবলই কথার কথা বা কেতাবি বুলি হয়েই থাকবে, নাকি তা বাস্তবায়িতও হবে?

জাতিপুঞ্জের সনদের ২৭ নং ধারার ৩ নং উপধারায় বলা হয়েছে– নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত মোট ১৫ টি সদস্য(স্থায়ী ৫ ও অস্থায়ী ১০) রাষ্ট্রের মধ্যে নয়টি সদস্যের স্বীকৃতি বাচক ভোটে, যার মধ্যে স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের একমতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। এটি–ই হল প্রধান পাঁচ বা বিগ ফাইভ রাষ্ট্রের 'ভেটো' ক্ষমতা। যদি কোন স্থায়ী সদস্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাহলে সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যকর করা যাবে না। এখন পাঠক সাধারণ সহজেই বুঝতে পারছেন কেন নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত যুদ্ধ ও আক্রমণ ঘটেছে, তার সবকটিতেই এই 'প্রধান পাঁচ' রাষ্ট্রের কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল অথবা তাদের মদত ছিল। সেক্ষেত্রে তারা হয় নিরাপত্তা পরিষদের মিটিংয়ে উপস্থিতই থাকে না অথবা

উপস্থিত থেকেও 'ভেটো' ক্ষমা প্রয়োগ করে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আটকে দেয়। ইজরায়েল–প্যালেস্টাইনের বর্তমান যুদ্ধে প্রধান পাঁচের কেউ সরাসরি জড়িত নেই বটে, তবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের ইজরায়েলের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে প্রথামাফিক নিরাপত্তা পরিষদ ১০ই জুন গাজায় যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে তিন দফা প্রস্তাব গ্রহণ করে (রিজেলিউশন নং এস/রেস/২৭৩৫/২০২৪)। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কী কিছু হয়েছে? তাহলে সেই প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ ও লাভ কি হল– আপনারা বলতে পারবেন? পুনরায়, ২৮ শে আগষ্ট (২০২৪) নিরাপত্তা পরিষদ লেবাননে উত্তেজনা প্রশমার্থে আর একটি প্রস্তাব পাশ করে (রিজেলিউশন নং এস/রেস/২৭৪৯/২০২৪)। আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা একটু ভিন্ন। রাশিয়া তো নিজেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোন শাস্তিমূলক গ্রহণ করবে সেটা তো স্বপ্নেও ভাবা যায়না। অতএব ২০২২ সাল থেকে চলা রাশিয়া– ইউক্রেন যুদ্ধের নিরসনে পরিষদ ১১ টির মত জরুরী মিটিং করলেও তার নিট ফল জিরো। তাহলে কি আমরা নির্দিধায় বলতে পারিনা যে নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বের পুলিশ সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠলেও আসলে তা 'বৃহৎ পাঁচ' রাষ্ট্রের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে?

এখন মনে রাখা প্রয়োজন, একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজ প্রথম পাঁচটি অর্থনৈতিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়া নেই, বরং বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম উন্নত অর্থনীতির দেশ হল ভারত, ভারতবর্ষই আজ উন্নত অর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা রাষ্ট্র। আমেরিকা, চীন, জার্মানি ও জাপানের পরই আজ ভারতের স্থান, তাহলে কেন আজও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকবে, ভারত নয় কেন? দ্বিতীয়ত, ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গণতান্ত্রিক ও সবচেয়ে জনবহুল দেশ, তৃতীয়ত, অতি সম্প্রতি অস্টেলিয়ার লোয়ি ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন(২০২৪) অনুযায়ী ভারতবর্ষ ক্ষমতার নিরিখে তৃতীয় সর্বোচ্চ শক্তিশালী দেশ। চতুর্থত, ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা বাজেট আমেরিকা, চীন ও রাশিয়ার পরেই। এক্ষেত্রে ফ্রান্স বা ব্রিটেন নয়, ভারতবর্ষই চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। পঞ্চমত, পৃথিবীতে প্রায় ৫৩ কোটি মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলে। ইংরাজিতে কথা বলে ১.৩৫ বিলিয়ন বা ১৩৫ কোটি মানুষ। কিন্তু মাত্র ৪ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। আর ৫.৩৮ কোটি মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে। ফরাসী ভাষায় কথা বলে ৩০০ মিলিয়ন লোকজন। তাহলে আরবিক, ফারসী, রাশিয়ান বা স্প্যানিশ ভাষা কেন জাতিসংঘের ছয়টি ভাষার মধ্যে স্থান পাবে, হিন্দি নয় কেন?

যাইহোক ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত প্রত্যেকটি দেশ হয় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, নয় নিজে যুদ্ধ করেছে এবং অন্যদেশ আক্রমণ করেছে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। ভারতই একমাত্র বৃহৎ ও শক্তিশালী গণতান্ত্রীক দেশ যে বিনা প্ররোচনায় কোন দেশ আগেভাগে আক্রমণ করেনি। ভারত বরাবরই একটি শান্তিপূর্ণ ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী দেশ। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে, মেনে চলে ও শ্রদ্ধা করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতিকে। ভারত অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনা। ভারত রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। এই মহান দেশ প্রথমে অন্য রাষ্ট্রকে যেমন আক্রমণ করবে না, তেমনিভাবে কারো আক্রমণ বা হুমকি বরদাস্তও করেনা, ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণভাবে যেকোন আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সংকটের সমাধান চায়। ভারত বিশ্বাস করে যুদ্ধ ক্ষেত্র নয়, একমাত্র আলোচনার টেবিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। অতএব বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ করা ও টেকসই শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' পাওয়ারের বিলোপ করা আশু প্রয়োজন এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অন্তর্ভুক্তি এখনই নিশ্চিত করতে হবে। তবেই বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বোধিবৃক্ষের ঝরাপাতা

আঙুল আছে, অথচ ছাপ পড়ে না

সিদ্ধার্থ সিংহ

আঙুলের ছাপ যে অপরাধী ধরার একটা উপায় হতে পারে, তা উইলিয়াম জেমস হার্শেলই প্রথম হদিশ দিয়েছিলেন।

শুধু অপরাধী ধরাই নয়, যেহেতু পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের হাতের ছাপ আলাদা আলাদা, তাই যিনি স্বাক্ষর করতে পারেন না তাঁর আঙুলের ছাপই গ্রাহ্য হয়।

এখন বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই পৃথিবীতেই এমন একটি পরিবার আছে, যাঁদের তিন পুরুষ ধরে হাতের এবং পায়ের কোনও আঙুলের ছাপই পড়ে না।

বাংলাদেশের সেই পরিবারেরই এক সদস্য — অপু। বয়স ২২। তাঁর ঠাকুরদার প্রজন্ম থেকেই তাঁরা এই বিরল অ্যাডেরম্যাটোলফিয়ায় আক্রান্ত। এর ফলে তাঁদের আঙুল তো বটেই, গোড়ালি এবং পায়ের পাতাতেও কোনও রেখা নেই।

রাজশাহির বাসিন্দা অপু জানিয়েছেন, তাঁর ঠাকুরদার আমলে এটা কোনও সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এ জন্য এখন তাঁদের নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে চালু হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। সেখানে হাতের ছাপ বাধ্যতামূলক। তাই অপুর বাবা অমলবাবুর কার্ড কী করে ইস্যু করা হবে সেটা ভেবে পাচ্ছিলেন না সরকারি অফিসাররা। শেষ পর্যন্ত কার্ড দেওয়া হয় বটে, তবে তাতে গোটা গোটা করে লিখে দেওয়া হয় — 'নো ফিঙ্গারপ্রিন্ট'।

২০১০ সালে পাসপোর্ট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় হাতের ছাপ। ফলে সমস্যা আরও বাড়ে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পাসপোর্ট জোগাড় হয়েছে বটে, তবে সেটা ব্যবহার করতে দ্বিধা হয় অপুর। যদি কোনও সমস্যায় পড়তে হয় বিমানবন্দরে কিংবা বিদেশে গিয়ে! একই অবস্থা লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও। লাইসেন্সের রশিদ দেখিয়েও কার্ড না থাকায় বেশ কয়েক বার দিতে হয়েছে জরিমানা। যতই তাঁদের বলা হোক, আমাদের হাতের ছাপ পড়ে না দেখে কার্ড মঞ্জুর হয়নি। কিন্তু কেউ কোনও কথাই শোনে না।

সমস্যা ফোনের সিম কার্ডের ক্ষেত্রেও। এই পরিবারে যাঁরা জন্মায় তাঁদের হাতের ছাপ না থাকলেও, যে সব মেয়েরা বৈবাহিক সূত্রে অন্য পরিবার থেকে অপুদের পরিবারে আসেন, তাঁদের হাতের ছাপ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাই অপুর মায়ের নামে সিম কার্ড ইস্যু করে তা ব্যবহার করেন পরিবারের বাকিরা। বাবার মতোই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অপুকেও। রীতিমতো অসহায় গলায় অপু বললেন, 'অনেকেই বলছে, কিছুতেই সমস্যা না মিটলে আদালতে যেতে। দেখি, এবার হয়তো সেটাই করতে হবে।'

বঙ্গ শিল্পায়নের শেষ জুটির অবসান

শক্তি ধর

দীর্ঘ বছর ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন ইনিংসের হাল ধরতে শেষ দুই ব্যাটসম্যান মাঠে নেমেছিলেন তাঁরা দুজনেই বিদায় নিলেন দু'মাসের ব্যবধানে। একজন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইহলোক ত্যাগ করেন চলতি বছরের ৮ আগস্ট আর একজন কিংবদন্তি শিল্পপতি রতন টাটা পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন ৯ অক্টোবর। সময়ের কী আশ্চর্য সমাপতন, ১৬ বছর আগে ২০০৮ সালে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে ঠিক এরকমই এক গাড়ি কারখানা গড়ার কথা। কিন্তু আত্মঘাতী বাঙালির ছোঁড়া কৃষি জমি আবেগ ইয়রকার আর শিল্প বিরোধী আন্দোলনের গুগলিতে বছর খানেকের বেশি টেঁকেনি সে ইনিংস। ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর, যেদিন থেকে জমি ঘেরার কাজ শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তাকে আর রুখতে পারেননি এই দুই ব্যাটসম্যান। অবশেষে টাটা গোষ্ঠী ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। মুখ থুবড়ে পড়ে বাংলার শিল্পায়ন।

বিধান চন্দ্র রায়ের পর বাংলার একাধিক মুখ্যমন্ত্রীরা শিল্পায়নের

ন্যানো কারখানা গড়ার বিষয়ে মিটিং করছেন বুদ্ধ–রতন জুটি — ফাইল চিত্র

অক্টোবরের ৩ তারিখে বাংলার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে রাজ্য থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রতন টাটা। সেদিন কিছুই করতে পারেননি বুদ্ধবাবু কারণ, ততক্ষনে পাকে চক্রে ভগবান ভূত।

'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'– এই স্লোগান দিয়ে টাটা–ভট্টাচার্য জুটি মাঠে নেমেছিলেন ১৮ মে, ২০০৬ যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আর একটা ইনিংসের জন্য শপথ নিয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। সেদিনই রতনবাবু ঘোষণা করেছিলেন হুগলির সিঙ্গুরে ন্যানো কথা বলেছেন, পুঁজি আনতে বিদেশ গিয়েছেন কিন্তু ব্যাট হাতে মাঠে নামতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যতিক্রম ছিলেন বুদ্ধবাবু। তিনি শুধু মুখে বলেননি, শিল্পায়ন বান্ধব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মাঠে নেমেছেন। পাশে পেয়েছিলেন রতন টাটার মতো সফল শিল্পপতিকে। দুর্ভাগ্য বাঙালির, তবু সেদিন শাপমোচন সম্ভব হয়নি। আজ যখন সিঙ্গুরবাসী চাষ যোগ্য জমি ফেরত পায়নি বলে হাহুতাশ করে, শিল্পায়নের জন্য মাথা চাপড়ায় তখন স্মৃতি হয়ে ফেরে বিদায়ী এই জুটি অসমাপ্ত ইনিংস।

দেশ দেশান্তরে

শ্রীলঙ্কায় ২৩০ চিনা নাগরিক গ্রেপ্তার

সুমন্ত ভৌমিক

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যাংককে লক্ষ্যবস্তু করে অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে ২৩০ জনের বেশি চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীলঙ্কান পুলিশ। একাজে বেইজিংয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা শ্রীলঙ্কার পুলিশকে সহায়তা করেছেন। শ্রীলঙ্কার টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো খুবই উন্নত। ২০১৯ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশের মধ্যে তারাই প্রথম ফাইভ–জি নেটওয়ার্ক চালু করে। এর তিন বছর পর দেশটিতে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়। শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, তারা মূলত বিভিন্ন বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করতেন। তাই এসব ব্যাংকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হয়। অপরাধীদের ধরতে গত শনিবার সবচেয়ে বড় অভিযান চালানো হয়। এ সময় পুলিশ ১২৬ জন চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। অভিযানে ভিয়েতনামের দুজন এবং থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের একজন করে দুজন নাগরিককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কলম্বোর চিনা দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কান পুলিশের সঙ্গে বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য তারা নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল পাঠিয়েছে। চিনা দূতাবাসের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের ফেরত পাঠানো ও অন্যান্য প্রক্রিয়া চলমান।

চিনের দূতাবাস জানিয়েছে, দেশটিতে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। এ কারণে অপরাধীরা দেশের বাইরে তৎপরতা বাড়ানোর সুযোগ খুঁজছে। তারা বলেছে, শ্রীলঙ্কার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে চিন প্রস্তুত। অনলাইনে আর্থিক প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ গত জুন মাসে অন্তত ২০০ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল শ্রীলঙ্কার পুলিশ। তাদের বেশির ভাগই ভারতীয় নাগরিক।

হামাসপ্রধান নিহত

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত'এর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর ৮২৮তম ব্রিগেডের অভিযানে দক্ষিণ গাজায় তিনজন নিহত হন সিনওয়ার। ওই তিনজনের মরদেহের পরিচয় শনাক্তের পর ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছু জানায়নি হামাস। বুধবার দক্ষিণ গাজায় এক অভিযান চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইরানের রাজধানী তেহরানে গত জুলাইয়ে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হন হামাসের রাজনৈতিক শাখার তৎকালীন প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এরপর সিনওয়ারকে হামাসের প্রধান করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ইসরায়েলের কারাগারে ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি বন্দী বিনিময়ের আওতায় মুক্তি পান। সিনওয়ারকে হত্যার মধ্য দিয়ে নতুন করে বড় ধাক্কা খেল সংগঠনটি। সিনওয়ারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎস।

বিচারের দাবিতে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা বৃহন্নলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: এক অভিনয় কায়দায় যা স্মরণীয় থাকবে তিলোত্তমার বিচারের দাবি নিয়ে মা দুর্গার বিদায় বেলায় সিঁদুরের খেলায় মেতে বৃহন্নলারা দশমীর দিন মার কাছে দ্রুত বিচার পাওয়ার জন্য করো জোরে প্রার্থনা জানান উল্লেখ্য শিলিগুড়ির ইউনিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উইনারস ক্লাব এলাকার বিধবা মহিলা এবং বৃহন্নলাদের নিয়ে নিয়মের ব্যতিরেকে এক অবিরাম সিঁদুর খেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

কয়েক পশলা বৃষ্টি, ধীরে ধীরে আসছে শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সকালবেলা সেই ঝাঁঝালো রোদ আর নেই। বেলা বাড়লে কিন্তু সেই ভাবে আর তাপমাত্রা বাড়ছে না। ভোরের দিকে পাখা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলেই ফুল শার্ট গায়ে চাপাতে হচ্ছে। সেই রকম গরম তো অনুভব হচ্ছেই না পাশাপাশি শীতের ছোঁয়া অনুভব হচ্ছে। প্রসঙ্গত লক্ষ্মীপূজার আগের দিন এদিন রাতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে শীতের আমেজ চলে আসছে।

শিলিগুড়িতে বড়মা পুজোর দ্বিতীয় বর্ষ, চলছে প্রস্তুতি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : প্রত্যেক বছর নৈহাটিতে ঘটা করে বড়মার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর ভক্তর সমাগম হয় বড়মার পুজো দেখতে। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ির হায়দার পাড়ার মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবে আগের বছরের মত এ বছরও বড়মার পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। রথের দিন হয়ে গেছে কাঠাম পুজো। এবারে তাদের কালীপুজোর ৪৫ তম বর্ষ আর বড় মার পূজোর দ্বিতীয় বর্ষ। জোরকদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ ও প্রতিমা তৈরির কাজ। ক্লাবের সদস্যরা জানিয়েছেন, এখন জোরকদমে কাজ চলছে। ৩০ অক্টোবর পুজোর উদ্বোধন হবে ৪ দিন ধরে পুজো অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিমার উচ্চতা ২১ ফুট, মুকুট সহযোগে ২৫ ফুট। সংশ্লিষ্ট পূজা

মন্ডপে তৈরি হচ্ছে বড়মার বিশাল প্রতিমা। এই বড়মার পূজো দেখতে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল। শুধু শিলিগুড়ি নয় শিলিগুড়ির বাইরে থেকেও এসেছিলেন বড়মার পুজো দেখতে অনেকে। এ বছরও জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি, পুজোর ৪ দিন থাকবে প্রসাদের ব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম থাকছে।

মাউন্ট ভানোটি শৃঙ্গ অভিযানে ৬জন যুবক–যুবতী

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : কথায় আছে বাঙ্গালির পায়ের তলায় সর্ষে। তাই প্রতিবছরের মতো এই বছরও পুজোর সময় শিলিগুড়ির ৬জন যুবক–যুবতী ৫ অক্টোবর ২০২৪ বেরিয়ে পড়েছিল মাউন্ট ভানোটি শৃঙ্গ অভিযানে। অভিযানের দলপতি দীপঙ্কর দে এবং বাকি সদস্যরা হলেন রিতেশ কেডিয়া, আগমনী দত্ত, আজিমুন আখতার (সোনালী), শুভেন্দু ভট্টাচার্য ও সঞ্জীবন দত্ত। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম দাউ থেকে ট্রেক শুরু হয় ৮ অক্টোবর। তিন দিনের দূর্গম যাত্রা শেষ করে দলটি বালুনি বেস ক্যাম্প স্থাপন করে ১০ অক্টোবর সন্ধ্যে বেলায়। ১১ অক্টোবর ১৪৫০০ ফিট উচ্চতায় স্থাপন করা হয় এডভ্যান্স বেস ক্যাম্প। এরপর সামনে ছিল শুধুই মাউন্ট ভানোটি শিখরের হাতছানি। ১২ অক্টোবর, আজিমুন ও সঞ্জীবন এডভ্যান্স বেস ক্যাম্প এর দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে বাকী দলকে এগিয়ে দেন সামিট ক্যাম্প এর দিকে। ১২ ই অক্টোবর সামিট ক্যাম্প স্থাপন করা হয় ১৬২০০ ফিট উচ্চতায়। ১৩ই অক্টোবর ভোর চারটায় চারজনের দলটি এগিয়ে চলে শৃঙ্গ আরোহণের উদ্দেশ্যে। মাউন্ট ভানোটি এর ৫৫০০ মিটার উচ্চতায় চারজনই সফল ভাবে পৌঁছে যায়। কিন্তু এরপর

১৬৫ মিটারের একটি খাড়া টেকনিক্যাল রকওয়াল থাকায় আগমনী ও শুভেন্দু সেখানেই থেমে দলের বাকী দুজনকে সেই ক্লাইম্বিং এর সাহায্য করে এবং সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অবশেষে দলপতি দীপঙ্কর দে ও রিতেশ কেডিয়া সফল ভাবে মাউন্ট ভানোটি (৫৬৪৫ মিটার/ ১৮৫২০ ফিট) শৃঙ্গ আরোহণ করে ১৩ অক্টোবর সকাল ১১:১০ মিনিটে। শিলিগুড়িতে তাদের দলের বাকী সদস্য শুভজিৎ ভদ্র এর সূত্রে জানা গিয়েছে দলের সকলেই সুস্থ আছে এবং আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৪ দলটি শিলিগুড়িতে পৌঁছবে।

বাস শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে তিতুমির বাসস্ট্যান্ডে আইএনটিটিইউসি ভুক্ত এল ২৩৮ বাস শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি তথা বারাসত পুরসভার উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ–উদ–জামান, বারাসত পুর সিআইসি অভিজিৎ নাগ চৌধুরি, কাউন্সিলর অতনু ঘোষ। এছাড়া সম্পাদক কাঞ্জিলাল ঘোষ, দিবাকর প্রসাদ, অমলেন্দু ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, তাপস দত্ত প্রমুখ। এদিন ৭০ জন বাস শ্রমিক রক্তদান করেন। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে মোট ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। পুরস্কার প্রদান করা হয় ১২ জনকে। সম্পাদক কাঞ্জিলাল ঘোষ বলেন, এল ২৩৮ রুটে ড্রাইভার, কন্ডাক্টর ও হেল্পার মিলিয়ে মোট ৩৫০ জন শ্রমিক যুক্ত আছেন। অন্যদিকে বারাসত চাঁপাডালি মোড় থেকে কামাক্ষ্যা মন্দির রুটের ই–রিকশা চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বারাসতের উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, সিআইসি চম্পক দাস, অভিজিৎ আচার্য, ডা. এন বি কাঞ্জিলাল, দিলীপ মজুমদার, দিলীপ মণ্ডল, তরুণ দাস, দীপক সাহা, নন্তু হাজরা, শঙ্কাই মণ্ডল প্রমুখ। ৫০ জন–ই রিকশা চালক রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক।

বাঁধের কাজ পরিদর্শন করতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্মুখীন হতে হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা নামখানা। কখনও নদী ভাঙন এবং কখনও জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হতে হয় এলাকাবাসীদের। এলাকায় মাটির নদী বাঁধ থাকার কারণে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা কোটালের জোয়ারের জলের তোরে ভেঙে যায় মাটির বাঁধ ও ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা এলাকা। এলাকাবাসীদের রক্ষা করতে সেই মাটির নদী বাঁধ আবারও নির্মাণ করার জন্য গ্রামবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করে সেচদপ্তর। কিন্তু অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ মেরামতির কাজ করার কারণে পুনঃ নির্মাণ করা সেই নদী বাঁধ আবারও ভেঙে যায়। এর ফলে গ্রামবাসীদের আবারও জমি দিতে হয় স্থায়ী কংক্রিটে নদী বাঁধ না থাকার কারণে একটু একটু করে নিজেদের চাষযোগ্য জমি হারাচ্ছে এলাকাবাসীরা। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার নামখানার নারায়ণগঞ্জ যেখানে বারে বারে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা এলাকা এমনকি সবেমাত্র সমাপ্ত হওয়া দূর্গা পূজার আগেই প্রায় ৫০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙে যায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন। বিষয়টি প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে কাজ শুরু হয় কিন্তু কাজ করতে গিয়ে একটি জেসিবিও নদী গর্ভে ভাঙ্গনের কবলে পড়ে চলে যায়। বৃহস্পতিবার দিন সকালবেলা সেই নদী বাঁধ পরিদর্শনে এসেই এলাকার মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। একেবারে পুলিশ প্রশাসনের সামনেই মন্ত্রীকে ঘিরে

ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। মূলত এলাকার মানুষের দাবি একাধিকবার এই এলাকায় নদী বাঁধ ভাঙলেও প্রশাসন সঠিকভাবে নদী বাঁধ মেরামত করে না। যে কারণে বারে বারে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় তাদের চাষের জমি। এমনকি এই ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ওই এলাকার। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। মন্ত্রীর কথাতেও তারা সন্তুষ্ট হয়নি। কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, গ্রামবাসীদের কথা মাথায় রেখে স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরের কাছে আমি প্রস্তাব পাঠিয়েছি। খুব শীঘ্রই এই এলাকায় স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। আপাতত এলাকায় নদী ভাঙন রোধ করার জন্য অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধটি মেরামত করার কাজ করা হচ্ছে।

গঙ্গারামচক কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে মৃত ৮ শ্রমিক, জখম ৩জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭ অক্টোবর সকালে খয়রাশোল ব্লকের গঙ্গারামচক কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ করা হয়েছিল কিন্তু ভিতরে শ্রমিকরা যে কাজ করছিল তা খেয়াল ছিল না, সেই অসাবধানতা থেকেই শ্রমিকরা চাপা পড়ে যায়। ৫ জনের দেহ উদ্ধার হয় সেখান থেকে। পরে আরও ২ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে আরেকজন মারা যায়। তিনজন গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর খনির উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। মৃতরা হল বাস্তবপুর গ্রামের জয়দেব মুর্মু, রুবিলাল মুর্মু, সোমলাল হেমব্রম, মঙ্গল মারান্ডি, দেবগঞ্জ গ্রামের জুড়ু মারান্ডী, পলপাই গ্রামের ব্রজগোপাল ঘোষ, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাজোড়া গ্রামের ২ ওভারম্যান– অমিত সিং, যাদব শর্মা। প্রত্যেকের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় যান বোলপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়। এই খনিটি পিডিসিএলের লিজ নেওয়া। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা। কয়লা উত্তোলনের জন্য বিস্ফোরণ ঘটানোর সময় ভিতরে কেউ রয়েছে কি না তা দেখা হল না কেন? তবে বেশি সন্দেহজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এলাকা ছেড়ে খনি কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের চলে যাওয়া। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শ্রমিক আইন মোতাবেক ১০ লক্ষ টাকা করে দেবে রাজ্য, ২০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এজেন্সির তরফে এবং রাজ্য সরকার আরও ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ১টি করে হোমগার্ড চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার এনআইএ তদন্ত দাবি করেন, স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, কীভাবে এত ডিনামাইট সেখানে মজুত হল? কোনও বিশেষজ্ঞ ছিলেন নাকি, না আদিবাসীদের প্রাণ গেল তাঁরাই ডিনামাইট ফাটিয়ে কয়লা তুলতো! আমরা এনআইএ তদন্তের দাবীতে মৃত ও আহত পরিবারদের ক্ষতি পূরণের দাবিতে লোকপুর থানার সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করলে আমাদের লোকপুর থানা গ্রেপ্তার করেছে। জনগণের জন্য বিজেপির প্রতিবাদ চলছে, চলবে। ৮ অক্টোবর জখমদের দেখতে হাসপাতালে যান সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, কংগ্রেস জেলা সভাপতি মিল্টন রশিদ, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলাশাসক বিধান রায়, জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ, রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলামের উপস্থিতিতে প্রতিটি পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

বিসর্জনে গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ অক্টোবরের দুর্গাপুজো বিসর্জন উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের গুলালগাছি গ্রামের উত্তরণ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এক সান্ধ্য গ্রামীণ মেলা। এই মেলায় হাজির ছিল আট থেকে আশি বয়সের মানুষজন। জিলিপি, ফুচকা, বেলুন, পাঁপড় দেদার বিকোতে দেখা গেল এই মেলায়। গুলালগাছি গ্রামের উত্তরণ সংঘের সদস্য পিন্টু মণ্ডল বলেন, ৩ বছর ধরে এই মেলা হচ্ছে। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ মেলায় এসেছে । আগামীদিনে এই মেলাকে আরও বড়ো করার ইচ্ছে আছে।

মহিলা পরিচালিত দুর্গোৎসবে স্বাস্থ্য শিবির বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে নবপল্লীর অমরাবতী ফাস্ট বাই লেনের দশভূজা সার্বজনীন দুর্গোৎসব। এই পুজো সম্পূর্ণ মহিলাদ্বারা পরিচালিত। এবারে এই পুজো ৬ বছর অতিক্রম করল বলে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। কমিটির সদস্য রিক্তা দত্ত বলেন, '২০১৯ সালে আমরা পাড়াগতভাবে এই পুজো যখন শুরু করি, তখন ছিল মাত্র ১৮ টি বাড়ি। বর্তমানে তা বেড়ে ৩৮টি বাড়িতে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারের মতো এবছরেও পুজোর কয়েকদিন কোনও বাড়িতে আলাদা করে দুপুরে ও রাত্রে রান্না হয় না। কমিটি থেকেই সকলের পংক্তি ভোজনের আয়োজন থাকে।' সম্পাদক স্বর্ণমণি মণ্ডল বলেন, 'এবারে বিশেষ আয়োজন ছিল অষ্টমীর দিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে ডাক্তার সহ ৯ জনের একটি বিশেষ টিম আসে। সেখানে সুগার, প্রেসার, ওজন সহ ইসিজি পরীক্ষা হয়। মোট ৫৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।' কোষাধ্যক্ষ সীমা মণ্ডল বলেন, 'আশা করি, প্রতিবছরই আমরা এভাবেই পরিষেবা দিতে পারব এবং পাড়ার সকলকেই এভাবে পাশে পাব।'

বিদ্যানগর কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যানগর কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত হল একটি একদিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আলোচনাচক্র, আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ। সেই সঙ্গে পালিত হল আদর্শ শিক্ষাক বিদ্যাসাগরের সম্মানার্থে শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির সভামুখ্য ছিলেন কল্পনা দলপতি, প্রধান বক্তা ডঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য প্রদান করেন। বুরসার সুন্নত সর বিদ্যাসাগরের শেষ ১৮ বছরে আদিবাসীদের সঙ্গে জীবনযাপন এবং তার ইংরেজি রচনার ওপর আলোকপাত করেন, ডঃ বনানী চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবন, পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন, এছাড়াও আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যানগর কলেজের

অধ্যক্ষ ডঃ সূর্য প্রকাশ আগরওয়ালা, কলেজের আইকিউএসি কনভেনর ডঃ অরুনিমা রায়চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান ড: গোপা বিশ্বাস, অধ্যাপক মিনতি হাঁসদা, অধ্যাপক সৌরভ সামন্ত, অধ্যাপক শুমা নস্কর ভান্ডারী সহ বিশিষ্টজন, অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নারীর ক্ষমতায়নের উপর একটি অপূর্ব নৃত্যনাট্য, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিভাগের অধ্যাপক অর্ঘ্য চ্যাটার্জী।

শোক সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ অক্টোবর মহাসপ্তমীর সকালে হরিদেবপুর অঞ্চলে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আলিপুর জজ কোর্টের প্রবীণ জনপ্রিয় আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ পাল।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল রবীন বাবুর। একসময় সদস্য হিসাবে তরুণ ভূষণ গুহর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। আমৃত্যু আইনি পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন সমিতিকে। এমন একজন অভিভাবককে হারিয়ে শোকস্তব্ধ নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবার তাঁর আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারকে সমবেদনা জানায়।

ছোটদের হাতে নতুন বস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন জামা কাপড় পরে দরিদ্র শিশুরাও যাতে শারদ উৎসবে যোগ দিতে পারে তাই নিখিল বঙ্গ কল্যান সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হয় দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে। ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৬ অক্টোবর যথাক্রমে বাঁকুড়া জেলার বাগডিহা গ্রামের আদিবাসী মাহালি পাড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার গ্রাম বিদ্যাসাগর পল্লীর গরিব শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন জামা, প্যান্ট, ফ্রক, সালোয়ার ইত্যাদি। সমিতি ছাড়াও এই উদ্যোগে আর্থিক সাহায্য করেন সমিতির সদস্য ও শুভনুধ্যায়ীরা। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সমাজসেবী সৌমেন গাঙ্গুলি, দীপক বড়পণ্ডা, সন্তোষ সাই, চৈতালি গুহ, অরুন লোধ, প্রিয়ম গুহ, রাহুল খাটে, প্রীতম দাস, প্রশান্ত সরকার সহ অন্যান্যরা। বিদ্যাসাগর পল্লীতে এই উদ্যোগে বাড়তি মাত্রা যোগ করে চেতলার হিন্দ সংঘ। তারা ছোটদের উপহার দেয় স্কুলের ব্যাগ, খাতা পেন্সিল, রবার সহ পড়াশুনার নানা সামগ্রী। পুজোর আগে কচি কাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে সকলে পরম তৃপ্ত বলে জানান উদ্যোক্তারা।

প্রয়াত কবি শেখ সিরাজুল ইসলাম স্মরণে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল থেকে সারাদিন এই অনুষ্ঠান চলে। মুচির পোল বিড়লাপুর অঞ্চলে কাশিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ১৩৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা। ডাক্তার মহাব্বত হোসেনের সংগীতের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। উজ্জল উপস্থিতি চিত্রশিল্পী অমরনাথ ভট্টাচার্য, শিক্ষক শান্তিরাম ঘোষ, শিক্ষক লেখক দেবাশীষ ঘোষ, বাচিক শিল্পী রিনা বেরা, সংগীতশিল্পী মলিন সাহা, সংগীত শিল্পী সত্যরঞ্জন মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের সভাপতি সৌরেন প্রামানিক, সম্পাদক বেনজীর মানব, আনোয়ার হোসেন, দিলীপ মণ্ডল, শেখ ইউসুফ, আমানুল্লাহ মল্লিক, আসিয়া খাতুন, শেখ নুরুদ্দিন, শেখ সাদেক, শেখ মাহবুব, তৌফিক আলম, অনিমা মণ্ডল, রেজাউল হকমিদ্দে। এবং এলাকার শ্রদ্ধেয় মা ও বাবারা ছাত্রছাত্রীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুজিবুল হক।

ব্যতিক্রমী উৎসব উদযাপনে একদল তরুণ

নরেন্দ্রনাথ কুলে, খানাকুল : বাঙালির প্রধান উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। প্রতিবারই সারা বছরের দুঃখ কষ্ট ক্লান্তি ভুলে আপামর বাঙালি জনসাধারণ শারদ উৎসবে মেতে ওঠে। যদিও এবছর বাংলার সাধারণ মানুষ আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পৈশাচিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও উৎসব এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

যখন সারা বাংলা বিভাজিত উৎসব আর আন্দোলন নিয়ে, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নেয় 'নব উন্মেষ' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরুণরা ও হুগলির খানাকুল ব্লকের চব্বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ১২ অক্টোবর শনিবার সংস্থার তরুণ প্রতিনিধিরা বন্যা কবলিত এই অঞ্চলের শতাধিক পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী ও পাশাপাশি

বহু মানুষের হাতে নতুন পোষাক তুলে দেয়।

স্থানীয় খানাকুলের পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত কর্মসূচী সংগঠিত হয়। নবউন্মেষ (সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ)–র পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ ব্যাতিক্রমী বটেই। কর্মসূচি সম্পর্কে নবউন্মেষ (সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ)'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ঠিক করেছিলাম যদি উৎসবে ফিরতে হয় তাহলে আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসব উদযাপন করবো। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সায়ন কুলে জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে, বিগত ১ মাস আমাদের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। হাটে–বাজারে ক্রেতা–বিক্রেতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করেছে। তবে উৎসবের মরশুমে শিক্ষা সামগ্রী ও নতুন পোষাক হাতে পেয়ে ওই অঞ্চলের শতাধিক ছাত্রছাত্রী সহ আপামর এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির হাওয়া সঞ্চারিত হতে দেখা গেছে।

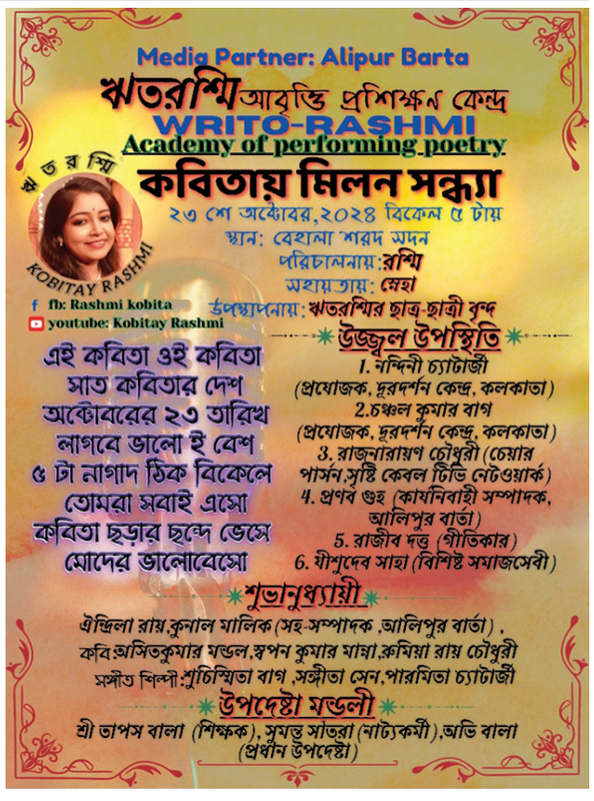

চলে গেলেন পরিমল রায়

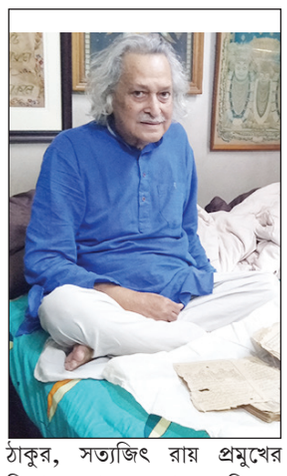

উজ্জ্বল সরদার : পরিমল রায়, সংগ্রহ জগতের ভীষ্ম নামেই পরিচিত এক মহীরুহ। ১৯৩৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে। ছোটবেলায় বাবার চাকরীর সুবাদেই এখানে ওখানে প্রায় যাযাবর। তারপর কলিকাতায় এসে বসবাস শুরু, যদিও গ্রামের পৈত্রিক বাড়ি ছিল রুপনারায়নের তীরে শ্রীবরা গ্রামে। কৈশোরে পড়াশুনার থেকে তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত বিভিন্ন সংগ্রহের শখের নেশা। সিনেমার পোস্টার, বুকলেট, সিগারেট কার্ড, দেশলাই বাক্স ও তার লেবেল এসব সংগ্রহ দিয়েই তার শখের জীবনের শুরু। তারপর মুদ্রা সংগ্রহে নিজেকে নিয়োজিত করে সমগ্র ভারতবর্ষেই বিশেষ পরিচিত নামে খ্যাত হয়েছেন তিনি। বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, কোচবিহার রাজ্যের মুদ্রা সংগ্রহ ও চর্চায় তাঁর পাণ্ডিত্য উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি ভারতীয় মুদ্রা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। তাঁর সেসকল মুদ্রা সংগ্রহের প্রদর্শনী একাধিকবার সকলের নজর কেড়েছে। অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী, ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শুভো ঠাকুর, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের বিশেষ কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর এনামেল বোর্ড, সিনেমার পোস্টার, সুচিচিত্র, বুকলেট, রাজশেখর বসু এসব সংক্রান্ত সংগ্রহ আজ পর্যন্ত একটি মাইল ফলক হিসাবেই চিহ্নিত। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় তাঁর একাধিক প্রদর্শনী সময়ে সময়ে চমকে দিয়েছে দর্শকদেরকে। তাঁর সৃষ্ট একাধিক গ্রন্থ বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতিচর্চার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির অন্যতম। গত ১৬ ই অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ তিনি অমৃতলোকে পাড়ি দিলেন, রেখে গেলেন বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র।

নদী ভাঙনের উদ্বেগ কলকাতার ঘাটে

বরুণ মণ্ডল : হুগলি নদীর পাড়ের ভাঙন জারি থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ৯ অক্টোবর উত্তর কলকাতার নিমতলাস্থিত হুগলি নদীর ঘাট পরিদর্শন করেন। ওই ঘাটের অনেক জায়গাতেই কংক্রিট ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি নজরে এসেছে। উল্লেখ্য, এই ঘাটে অনেক দেবদেবীর নিরঞ্জন হয়। আপাতত ভাঙা অংশটিকে গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে রয়েছে। এদিকে এই হুগলি নদীর পাড় ভাঙা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গত জুলাই মাসেই নিমতলা ঘাটের একটি অংশ মেরামত করা হয়েছিল। হুগলি নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য তিন মাস যেতে না যেতেই তা আবার ভেঙে গিয়েছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে মহাষষ্ঠীতে নিমতলা ঘাট পরিদর্শন যান মহানাগরিক। এদিন তিনি বলেন, উত্তর কলকাতাস্থিত হুগলি নদীর নিমতলা ঘাট পরিদর্শন যাবো। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট ট্রাস্টের (কলকাতা) প্রতিনিধিরাও এই পরিদর্শনে থাকবেন। নিমতলা ঘাটের নিকটে হুগলী নদীর ভাঙনটা খুবই বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। সেজন্য পোর্ট ট্রাস্ট ভাঙন রোধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশের উত্তর কলকাতার কাশীপুরের রতনবাবুর ঘাটের অবস্থাও ভালো নয়। বছর দুয়েকেরও বেশি সময় আগে ওখানেও হুগলি নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র সরানো হয়েছে। মহানাগরিক আরও জানান, আসলে হুগলি নদীর গতিপথের পরিবর্তন যে হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হাওড়া জেলার বেলুড় মঠের দিকটায় চড়া পড়তে শুরু করেছে। আর হুগলি নদীর পূর্বপাড় কলকাতার নিমতলা থেকে একেবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা পর্যন্ত ভাঙতে আরম্ভ করেছে। এখনই এটা নিয়ে একটা ভাবনাচিন্তা করতে হয়। পোর্ট ট্রাস্টের এই বিষয়ের এক্সপার্ট টিম আসছে। ওদের আমি বলেছি, এই বিষয় কী করতে হবে। এ বিষয়ে একটা 'প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। কালীপুজোর পর নিমতলা ঘাটে মেরামতির কাজ শুরু হবে।

উন্মোচিত হল অপরাজেয় রাসবিহারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শুক্রবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে ভারত, জাপান ও রাসবিহারী বসু শীর্ষক এক আলোচনা সভা আর শমীকস্বপন ঘোষের লেখা ২ খন্ডের অপরাজেয় রাসবিহারী বইটির উন্মোচন হয়। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন জাপানের কলকাতার কনসাল জেনারেল নাকাগাওয়া কৌইচি ও তার স্ত্রী নাকাগাওয়া ইয়াইওয়ি, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ২ সাহিত্যিক অমর মিত্র ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা লেখক বারিদ বরণ ঘোষ, সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শ্যামা প্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ কারকুন, রাসবিহারী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী, পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার পার্থ সাহা, সংবাদ পাঠিকা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, রাসবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস ও অন্যান্য বিপ্লবী পরিবারের সকলে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌরদীপ রায়। স্বাগত ভাষণ দেন রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী। এরপর ina japan :weapons in arms friendship বিষয়ে আলোচনা করেন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ কারকুন। তারপর অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। বিকেল সাড়ে ৪ টা নাগাদ অপরাজেয় রাসবিহারী বইটার উদ্বোধন করেন নাকাগাওয়া কোইচি ও তার স্ত্রী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ গাঙ্গুলি, বারিদ বরণ ঘোষ, অমিতাভ কারকুন, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, বিকেল চারটে পঞ্চাশ এ অপরাজেয় রাসবিহারী এর লেখক শমীক স্বপন বসু ভাষণ দেন। ভাষণ দেন কলকাতার জাপানের রাষ্ট্রদূত, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, অনির্বাণ গাঙ্গুলি, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাসবিহারী বসু ফ্যামিলি ট্রাস্টের সম্পাদক দেবাশীষ বসু। পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার পার্থ সাহার সমাপ্তি ভাষণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহাত্মা গান্ধীর আগে রাসবিহারী বসুই হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সর্ব ভারতীয় নেতা যিনি বাংলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সব সহস্র বিপ্লবী দল কে এককাট্টা করে ইন্ডিয়ান লিবারেটিং লিগ গড়ে তোলেন। এরপরই ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ, বর্মা, আর সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি ভারতীয় ফৌজিদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরে ভারতীয় ফৌজিরা আচমকা ১৫ ফেব্রুয়ারি সশাস্ত্র যুদ্ধে নেমে দিন কয়েকের জন্য সিঙ্গাপুর স্বাধীন করে ফেলায় পুরো পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যায়। ব্রিটিশ জঙ্গিলাট লর্ড কিচেনার ভারতীয় ফৌজিদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার আদেশ দেন। আর ফৌজি অভ্যুত্থান সম্ভব নয় বুঝে রাসবিহারী বসু বাইরে থেকে আক্রমণের লক্ষ্যে ১৯১৫ সালের ১২ মে জাপানে চলে যান। এরপর সুযোগ আসতেই আর গড়ে তোলেন ভারতের স্বাধীনতার ফৌজ।বসুর জাপান পর্ব নিয়ে ইংরিজি আর জাপানি ভাষায় অনেক তথ্যবহুল গবেষণামূলক বই লেখা হলেও সবলদেহের মত অজ পাড়াগাঁয়ের এক ছেলের ভারতীয় ফৌজিদের হাত করে সশস্ত্র লারাইয়ের তেজে কীভাবে নিজেকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছিলেন তার কোনো প্রামান্য বই এতোদিন ছিল না। পারুল প্রকাশনী থেকে এবার সুখবর এর সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষের লেখা ২ খন্ডের রয়্যাল সাইজের ১,০৯৮ পাতার অপরাজেয় রাসবিহারী বই বেরোল। একেবারে থ্রিলারের মত টান টান গদ্যে ঘটনা পরম্পরা উঠে এসেছে যাদু বাস্তবতায়। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ সালের সারা ভারতবর্ষের সব সশস্ত্র বিপ্লবী যেন রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে ফুটে উঠেছে। সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা অজস্র বিপ্লবীদের প্রমাণ দলিল এই বই।

বিষাক্ত হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দেদার খেলো পুজোয় কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গোৎসবে মন ভরে ঠাকুর দেখে আর মন ভরে রেস্তোরাঁ বা ফুটপাথের হোটেল থেকে খাবার খেয়ে মহানন্দে মেতে রইলেন। কিন্তু রেস্তোরাঁর ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়োয় বিষাক্ত রঙ। যা খেলে ক্যানসারের মতো অসুখ অবধারিত! গত বছর গুলোর মতো এবারও কলকাতা পৌরসংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা দফতর মহালয়ার পর থেকে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার একাধিক রেস্তোরাঁ পরিদর্শন করে খাবারের গুণমান দেখে তাজ্জব হয়ে যান। মানুষ এইসব খাবার পেটপুরে খাচ্ছে!

খাবারের গুণমান কেমন? শারদোৎসবে স্বাস্থ্যসম্মত মশলাপাতির কী ব্যবহার হচ্ছে? তা জানতে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নেতৃত্বে মহানগরের পথে বের হন পৌরসংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকরা। উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছি, বেনিয়াপুকুর এলাকার ডা. সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, সাউথ সিটি মল এলাকার খাবারের দোকানে টহল দেন খাদ্য নিরাপত্তা দফতরের ফুড সেফটি অফিসাররা। ওই তিন জায়গার মোট ৪০টি রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে ৬৭ রকম খাবার তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করেন।

কোথাও রেস্তোরাঁর ধনে গুঁড়োয় পাওয়া গিয়েছে মেটালিক ইয়েলো, কোথাও লঙ্কা গুঁড়োয় ক্ষতিকর লাল রঙ, কোথাও আবার নকল হলুদ গুঁড়ো দিয়ে চুঁটিয়ে রান্নাবান্না হচ্ছে। ঠাকুর দেখতে বেড়িয়ে এইসব মশলাপাতি দিয়ে তৈরি খাবার দর্শনার্থীরা পেট ভরে খাচ্ছে। আবার বাড়িতেও নিয়ে যাচ্ছে।

খাবার তৈরিতে যে ক্ষতিকর রঙ গুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'মেটালিক ইয়েলো"। যা 'ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাজারে হলুদের যা দাম(বাজারে প্যাকেটবন্দী ১০০ গ্রাম ব্র্যান্ডেট কোম্পানির হলুদ ২৬ টাকা) তার থেকে সস্তায় পাওয়া যায় এই সিন্থেটিক রঙ। খাবারে এটা দিলে খাবার হলুদ হয় অনেক বেশি। ফুড সেফটি অফিসাররা মনে করছেন শারদোৎসবের দিন গুলিতে বিক্রেতারা অতিরিক্ত লাভের লক্ষ্যে এই নিষিদ্ধ রঙ খাবার তৈরিতে ব্যবহার করছেন।

এসো মা লক্ষ্মী

সাগরদ্বীপে খানসাহেব আবাদে লক্ষ্মীপুজো ঘিরে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজো নয়, সাগরদ্বীপের খানসাহেব আবাদ এলাকায় শারদোৎসবের যাবতীয় আনন্দ বয়ে আনে লক্ষ্মীপুজো। এই মৌজায় কোনও দুর্গাপুজো হয় না। দুর্গা ঠাকুর দেখতে গেলে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে যেতে হয় বাসিন্দাদের। তাই দুর্গাপুজোর কদিন পর তাঁরা ধুমধাম করে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করেন। এই উপলক্ষ্যে খানসাহেব আবাদ সুদর্শন মোড়ের মাঠে পাঁচদিন ধরে মেলা চলে। কোজাগরী শব্দের অর্থের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই মেলার নাম দেওয়া হয়েছে জাগরণ উৎসব। মেলায় প্রতিদিন সাগরদ্বীপের কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেন। মেতে ওঠেন উৎসবে। পূজো মণ্ডপের সামনে বিভিন্ন উপায়ে সমাজের অন্ধকার দিকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে ধরা হয়। অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেন আয়োজকরা। সেই সঙ্গে সম্প্রতি প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এবছর এই লক্ষ্মীপূজার মণ্ডপে প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার জীবনী ও কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে মণ্ডপ থেকে। এই বিষয়ে পূজা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই পুজো এবার ৩১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন আমাদের পুজোয়। উৎসবের পাঁচ দিনই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষী পূজার শুভ উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

গ্রামের লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ এবং বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানা ব্লকের শিবরামপুর নবদিগন্ত ক্লাব ও পুষ্প পাঠাগারের উদ্যোগে করা হচ্ছে লক্ষ্মীপূজা। ১৫ অক্টোবর উদ্বোধনীদিনে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন বস্ত্রদান, বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সম্পাদের দেবী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে বৃক্ষ যে আমাদের সম্পদ সেটি নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি বার্তা রাখতে চাইল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ট্রাস্টি মেম্বার ড. শান্তনু বেরা, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, শিবরামপুরের প্রধান অর্চনা মাইতি, পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার স্বদেশ রঞ্জন বারুই, ট্রাস্টি মেম্বার ও শিক্ষক পার্থসারথি মণ্ডল, শীতেশ দাস, শিক্ষক রনজিত মণ্ডল, শিক্ষক অর্ধেন্দু ঘোড়ুই প্রমুখ। এদিন গ্রামের প্রায় ১৫০০ মানুষের জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত সকলেই বর্তমান সময়ে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলেন।

অধ্যাপক শান্তনু বেরা লক্ষ্মীপূজার ইতিহাস ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে নবদিগন্ত ক্লাব ও পুষ্প পাঠাগারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কীভাবে কাজ করা যাবে সেই নিয়ে বলেন। বিদ্যুৎবাবু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক দিক ও সমাজ গঠনে তার আদর্শ কতখানি গুরুত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। অখিলেশবাবু লক্ষ্মীপূজার মাহাত্ম্য ও নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বস্ত্রদান ও বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ দান নিয়ে বলেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় কিছু সমস্যা যেটা পরবর্তীতে সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যরাও এই তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে তাদের কার্যাবলী ও গ্রামের মানুষের একাত্মবোধের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিচালনার কথা বলেন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মাতল শস্যগোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: প্রতিবছরের মতো এবারও কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মেতে উঠেছিল রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা। এই উপলক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু করে দু'দিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মানুষ উৎসবের আবহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবার কাটোয়ার বিষ্ণুপুর, কেতুগ্রামের নিরোল, পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে আকর্ষণীয় থিমের মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা সহ জমজমাট মেলার মধ্য দিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করা হয়। এবারও যার অন্যথা হয়নি। এই উপলক্ষ্যে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার চাঁদপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শতাধিক দুঃস্থ বাসিন্দার হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার প্রমুখ।

বেজ ব্রিজে জিঞ্জিরাবাজারে ব্যবসায়ীদের লক্ষ্মীপুজো। ছবি : অরুণ লোধ

বার্তা

বনেদি: রাজকীয় সাজে,রায় বাহাদুর বাড়ির পুজো, দক্ষিণ কলকাতায়।

পূজার্চনা : রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারের হাওড়া জেলার আমতা শাখায় দুর্গা দেবীর আরাধনা। ছবি : সৌম্যদীপ দত্ত

মুঠো ফোনে : মানুষের থেকে মোবাইল বেশি, পর পর উঠে চলেছে মৃন্ময়ী মায়ের ছবি, উত্তর কলকাতার এক পূজা মণ্ডপে। ছবি : অভিজিৎ কর

অভিনব : কল্যাণীর বিখ্যাত আইটিআই মোড়ে লুমিনার্স ক্লাবের ব্যাংককের অরুণ মন্দির আদলে পূজা মণ্ডপ। ছবি : প্রীতম দাস

কার্নিভাল : দুর্গা কার্নিভালের পাশেই মানুষের উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় কলকাতা দেখল দ্রোহ কার্নিভাল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে রোধ করতে পারেনি সরকারি রক্তচক্ষু। হাইকোর্টের নির্দেশে সারাদেশের নজর কাড়ল এই অভিনব আয়োজন। ছবি : অরুণ লোধ

প্রতি বারের মতো এবারেও মা এসেছেন চেতলার গুহ পরিবারের মোহিনী ভবনে।

বেহালায় আলিপুর বার্তার সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী নিজের বাড়িতে মাতৃপূজায় মগ্ন।

গড়িয়া মহামায়াতলায় পূজা চলছে মিত্র বাড়িতে।

দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বান রোডে দিলীপ দাসের বাড়ির দুর্গাপুজো দ্বিতীয় বছরে পড়ল।

বেহালা রাজা রামমোহন রায় রোডে দুর্গা আরতি চলছে শ্রীবৎস আবাসনে।

মহা ধুমধাম ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দুর্গোৎসব পালিত হল ইছাপুরের বীরনগর লকগেটের কাছে বিশ্বাস বাড়িতে। ১৫ জন কুমারীর পা ধুইয়ে দিয়ে, আরতি করে তাদের পুজো করা হয়। ২০০ জন বৃদ্ধাকে বসিয়ে খাওয়ানো এবং তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। পুজোর প্রত্যেক দিন অগণিত অতিথি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাড়ির কর্তা তথা সেবা ভাবনার মূল কারিগর আনন্দ বিশ্বাস বলেন, প্রতি বছরই আমরা নানা সমাজ সেবার মাধ্যমে পুজো উদযাপন করি। কোথা থেকে এসব হয়ে যায় তা ভাবাও যায় না। আমাদের বিশ্বাস, মা আমাদের দিয়ে এসব করিয়ে নেন।

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম ইউনিট ২ বিশালক্ষ্মীতলা নিবেদিত আলিপুর বার্তা শারদ সম্মান

চড়া ডোঙারিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

গজা পৈতা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

নঙ্গী ছাত্র সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

বাওয়ালী সূর্য সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

বিশালক্ষীতলা আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

সাঁজোয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন

মধ্য পূজালী ছোট বটতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

চড়কতলা গ্রামবাসীবৃন্দ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি

বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটি

রামচন্দ্রনগর নেতাজি সুভাষ ক্লাব

ছবি : অরুণ লোধ

আঁতস কাঁচে

ছাঁটাই কোচ

জোড়া হোয়াইটওয়াশ। বাঘেদের লম্ফজম্ফ শেষ। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দেশে ফিরে যেতেই চাকরি গেল প্রধান কোচ চণ্ডিকা হাতুরুসিংহের। ভারতের কাছে টেস্ট ও টি২০ সিরিজে হারের জেরে ভুলে গেল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়! এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চাকরি গেল শ্রীলঙ্কান এই কোচের। তবে এই কোচের অধীনেই অবশ্য জঘন্য পারফরম্যান্স করেছিল বাংলাদেশ টি২০ ও একদিনের বিশ্বকাপে। যদিও পারফরম্যান্স নয়, শৃঙ্খলাজনিত কারণেই হাতুরুকে সাসপেন্ড করা হয় বরখাস্ত করার আগে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্স বাংলাদেশের নতুন কোচ হচ্ছেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন হেড কোচের দায়িত্বে থাকবেন ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত।

তিন প্রজন্ম

ঠাকুরদা, বাবার পর এবার নাতিও। তিন প্রজন্মের ইতিহাস ইতালির ফুটবলে। ১৯৬০ সালে আজুরিদের হয়ে অভিষেক ঘটেছিল ঠাকুরদা সিজার মালদিনির। বাবা পাওলো মালদিনির জাতীয় দলে অভিষেক ঘটে ১৯৮৮ সালে। আর ২০২৪ সালে এসে ইতালির হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল নাতি দানিয়েল মালদিনির। নেশনস লিগে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৭৪ মিনিটে দানিয়েল নামেন পরিবর্ত ফুটবলার হিসেবে। তাতেই অনন্য এক অধ্যায়ের সূচনা হলো ইতালিয়ান ফুটবলে। এক পরিবারের তিন প্রজন্মের ইতালির জার্সি গায়ে চাপানোর নজির এটাই প্রথম। দাদা ও বাবার মতো দানিয়েল ডিফেন্ডার নন, বরং তিনি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। তার তার শুরুটাও এসি মিলানে। ক্লাবের হয়ে তিনি গোল করায় তিন প্রজন্মের গোল করার ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

জয়ী ভিনেশ

তিনিই আন্দোলনের মুখ। তিনিই লড়াইয়ের মুখ। অলিম্পিকে অদম্য লড়াইয়েও খালি হাতে ফিরতে হয় ভিনেশ ফোগাটকে। এরপর নামেন রাজনীতির মঞ্চে। সেখানে অবশ্য খালি হাতে শুরুটা হল না। প্রথমবার নির্বাচনে লড়াই। প্রথমবারই সাফল্য। হরিয়ানা নির্বাচনে জুলানা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে জিতলেন ভিনেশ ফোগাট। হারিয়েছেন, বিজেপি প্রার্থী যোগেশ কুমারকে। জানা গেছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৫৭৬১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। নির্বাচনে জিতে ভিনেশ ফোগাট বলেন, এই লড়াই প্রতিটি মেয়ের, প্রতিটি নারীর, যারা লড়াইয়ের পথ বেছে নেয়। এ বিজয় সকল সংগ্রামের, সত্যের বিজয়। উল্লেখ্য, যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারের দাবিতে কুস্তিগীররা পথে নেমেছিলেন। তার অন্যতম মুখ ছিলেন ভিনেশ। প্যারিসে অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে কুস্তির ফাইনালে উঠে ইতিহাস লিখেছিলেন। কিন্তু ওজন সমস্যায় দুর্ভাগ্যই সঙ্গী হয়।

মহারাজা জাদেজা

জামসাহেব অজয় জাদেজা! একসময় স্টাইলিশ ক্রিকেটার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন জাদেজা। এবার তাঁর পরিচয়, তিনি গুজরাটের জামনগরের মহারাজা। দশেরার উৎসবে উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন জামনগরের বর্তমান মহারাজা শত্রুশল্যসিংজি দিগ্বিজয়সিংজি জাদেজা। অজয় জাদেজার পিতা দৌলতসিং জাদেজা সম্পর্কে শত্রুশল্যসিংজির ভাই। উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভ্রাতুষ্পুত্রকে। যে ক'বছর খেলেছেন, ২২ গজে রাজার মতোই শাসন করেছেন। এবার সত্যি সত্যিই অজয় জাদেজা রাজা উপাধি পেলেন।

মরুশহরে শেষ চারে যেতে ব্যর্থ ভারতীয় মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক মাস আগেই টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় পুরুষ দল। ফলে ভারতীয় মহিলা দলকে নিয়ে চলতি বিশ্বকাপে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে ৫৮ রানে হেরে বড় ধাক্কা খায় ভারতীয় মহিলা দল। এরপর পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাকে হারালেও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নিতে হল হরমনপ্রীতদের। ২০১৬ সালের পর আবার টুর্নামেন্ট থেকে দ্রুত বিদায় নিল ভারত। ২০১৬ সালে শেষবার ভারতীয় মহিলা দল টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল। এরপর তিনবারই ভারত নকআউটে পৌঁছে ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে বিশ্বকাপ হলেই তা ভারতের জন্য ভালো হয় না, সেটা পুরুষ দল হোক বা মহিলা।২০২০ সালের টি২০ বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়াতে। কিন্তু কোভিড মহামারির জন্য সেই টুর্নামেন্ট প্রথমে ভারতে তারপর মরুদেশে সরে যায়। সেই টুর্নামেন্টে ভারতকে অন্যতম ফেভারিট হিসেবে ধরা হলেও, টিম ইন্ডিয়া হতাশাজনক পারফরম্যান্স করে। সুপার ১২ থেকেই ভারত বিদায় নেয়। এখানেই শেষ নয় ২০২১ সালে আমীরশাহিতেই ভারত টি২০ বিশ্বকাপে প্রথমবার পাকিস্তানের কাছে হারে। সেই বছর ভারতীয় পুরুষ দল সুপার ১২'র ম্যাচগুলির মধ্যে ভারত ৩ ম্যাচে জয় পায় এবং ২ ম্যাচে হারে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে ভারত সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করতেই ব্যর্থ হয়। সেই বছর ভারত পাকিস্তানের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের কাছেও হারে। এখানেই শেষ নয় মরুদেশে সেই টুর্নামেন্টই ছিল টি২০ অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলির এবং ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর শেষ টুর্নামেন্ট। এবারও স্থান সেই শারজা-দুবাই। তবে পুরুষ দলের পরিবর্তে টুর্নামেন্ট মহিলা দলের। বিরাটদের মতোই পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশা ছিল হরমনপ্রীতদের নিয়েও। কিন্তু ভারতীয় দলও সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না। চার ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয় দুটিতে হেরে ৪ পয়েন্ট নিয়েই দেশে ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় মহিলা দলকে।

হকি ইন্ডিয়া লিগে এবার কলকাতার দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হকি ইন্ডিয়া লিগে এই প্রথম থাকছে বাংলার দল। প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ সংস্করণ শুরু হবে ডিসেম্বর থেকে। চলবে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এর আগে পাঁচবার হকি ইন্ডিয়া লিগ হলেও তাতে কলকাতা তথা বাংলা থেকে কোনও দল ছিল না। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই থাকছে কলকাতার দল শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স। শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় হাজির ছিলেন বিশ্ব টেনিসের হল অব ফেমে জায়গা করে নেওয়া অলিম্পিক পদকজয়ী লিয়েন্ডার পেজ। ছিলেন শ্রাচী স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি প্রমুখ। হকি ইন্ডিয়া আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ২০১৩ সালে শুরুর পর চলেছিল ২০১৭ অবধি। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। টোকিওর পর প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতীয় হকি দল ব্রোঞ্জ জিতেছে। হকি তারকারা ২০২৮ সালের অলিম্পিক্সে পদকের রং বদলাতে মুখিয়ে। ভারতীয় হকির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও হকি খেলায় ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করতে ফের চালু হচ্ছে হকি ইন্ডিয়া লিগ। হকি ইন্ডিয়া লিগে পুরুষদের বিভাগে থাকছে ৮টি দল, মহিলাদের বিভাগে ৬টি। পুরুষদের বেশিরভাগ খেলাগুলি হবে রৌরকেল্লায়, মহিলাদের রাঁচিতে। তবে মহিলাদের অন্তত ১টি ম্যাচ দেওয়া হবে রৌরকেল্লায়, রাঁচিতে ১টি করে ম্যাচ খেলতে হবে পুরুষদের ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। এই টুর্নামেন্টের বিশেষত্ব হল একইসঙ্গে চলবে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের খেলা। ১০ বছরের জন্য এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি অবধি উইন্ডো দিয়েছে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা। ১৩ থেকে ১৫ অক্টোবর অবধি চলবে অকশন বা প্লেয়ারদের নিলাম। ৫০০ ভারতীয় ও ১৭৫ জন বিদেশি পুরুষদের লিগে দল পাওয়ার প্রত্যাশায় নাম লিখিয়েছেন। মহিলাদের বিভাগে ২৭৫ জন ভারতীয় ও ৭৫ জন বিদেশি নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

এশিয়ান টেবিল টেনিসে দুই বঙ্গ তনয়ার ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই বঙ্গ তনয়ার হাত ধরে এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস লিখল ভারত। জাপানি প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন ঐহিকা মুখার্জি ও সুতীর্থা মুখার্জি। জাপানের মিউ কিহারা এবং মিওয়া হারিমোতো জুটির কাছে ৪-১১, ৯-১১ এবং ৮-১১ ব্যবধানে পরাজিত হয় ভারতীয় মহিলা জুটি। শনিবার ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছিলেন এই দুই বঙ্গ তনয়া। সুযোগ ছিল সোনার পদক জেতার। কিন্তু সেমিফাইনালে জাপানি প্রতিপক্ষের কাছে স্বপ্নভঙ্গ হল এই জুটির। সেমিফাইনালে শুরু থেকেই ভারতীয় জুটির উপর চাপ সৃষ্টি হয়। পর পর ৩টে হারে ঐহিকা এবং সুতীর্থাকে। কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুই জুটি যেভাবে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাস্ত করেছিল তাতে অনেকেই ভালো ফলের আশা করেছিলেন। ফাইনালে না উঠলেও দেশের জন্য ব্রোঞ্জ জিতলেন তাঁরা। ১৯৭২ সালে এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম পদক জিতল ভারতীয় মহিলা জুটি। অন্যদিকে তাইওয়ানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারতীয় পুরুষ জুটি।

আবার নতুন কোচ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এফসি। কারণ, কার্লস কুয়াদ্রাতের জায়গায় হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন অস্কার ব্রুজোন। মরসুমের বাকি অংশে লাল-হলুদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবেন তিনি এবং তাঁর সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। আইএসএলে টানা চারটি পরাজয়ের পরে লিগ টেবলে একেবারে নীচে নেমে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই দলের ভাগ্য ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রুজোনকে। এছাড়াও, সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে সাফল্য অর্জন করাও এখন তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের অভিজ্ঞতা নিয়ে, ব্রুজোন তাঁর পেশাদার কোচিং জীবনের একটি বড় অংশ এশিয়ার ফুটবলে কাটিয়েছেন। এখানে ইস্টবেঙ্গল এফসির নতুন হেড কোচ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হল।

তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ: ৪৭ বছর বয়সে, ব্রুজোন ১৭ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একজন অভিজ্ঞ কোচ। তিনি তাঁর কোচিং যাত্রা শুরু করেছিলেন ২০০৭ সালে। তার আগে পেশাদার ফুটবলে খেলেন ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত। স্পেনে কোচিং শুরু করেন ব্রুজোন, যেখানে তিনি আরিওসা এবং সেল্টা ফিগোর যুব দলগুলির সঙ্গে কাজ করেন। তাঁর কোচ হিসেবে কাজ করা শুরু ২০১২-য়, যখন তিনি ভারতে আসেন এবং স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়ায় যোগ দেন। তার পর থেকে, তিনি বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপে কাজ করেন এবং বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ২০২১-এ বাংলাদেশের জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবেও কাজ করেন তিনি।

আইএসএলের অভিজ্ঞতা: ব্রুজোন ভারতীয় ফুটবলে যথেষ্ট পরিচিত নাম। এর আগে স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়া এবং মুম্বই এফসির মতো ক্লাবগুলিতে কাজ করেছেন। ২০১৫-য়, তিনি মুম্বই সিটি এফসির সহকারী কোচ হিসেবে আইএসএলে অংশ নেন, যেখানে তিনি প্লেয়ার-কাম-হেড কোচ নিকোলাস আনেলকার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই মরশুমে দলটি প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হলেও পঞ্চম স্থানে শেষ করেন।

বাংলাদেশে সাফল্যের ছাপ: বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ ব্রুজোন। তিনি বসুন্ধরা কিংসকে পাঁচটি লিগ শিরোপা এবং ছ'টি অন্যান্য ট্রফি জেতান। তিনটি স্বাধীনতা কাপ এবং তিনটি ফেডারেশন কাপ খেতাব জিতিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রশিক্ষণে বসুন্ধরা কিংস ১১৪ ম্যাচের মধ্যে ৯৪টি ম্যাচ জিতেছে। তাঁর দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে মোট ২৭৭ গোল করেছে।

এএফসি-র প্রতিযোগিতায় চমৎকার রেকর্ড: ব্রুজোনের এএফসি কাপে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেখানে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ক্লাবগুলির সঙ্গে ১৯টি ম্যাচে ১১টি জয় অর্জন করেছেন। ২০২৩-২৪ এএফসি কাপে, বসুন্ধরা কিংস ছিল আইএসএল দল ওড়িশা এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট-এর সঙ্গে একই গ্রুপে এবং তাঁরা দুটি ভারতীয় ক্লাবকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে।

রতন টাটার প্রয়াণে স্মৃতি রোমন্থন সচিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রয়াত রতন টাটা। গোটা দেশ মূহ্যমান। টাটা হাউসে গিয়ে মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সচিন তেন্ডুলকর। ইনস্টাগ্রামে সচিন একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে রতন টাটার সঙ্গে রয়েছেন তিনি। টাটা রয়েছেন বসে। আর তিনি পাশে দাঁড়িয়ে। সচিন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু। রতন টাটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি ভাগ্যবান তাঁর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরেছিলাম। কিন্তু কোটি কোটি ভারতবাসী যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, তারাও সমানভাবে শোকগ্রস্ত। এটাই রতন টাটার প্রভাব।' তিনি আরও লিখেছেন, 'পশুদের ভীষণ ভালবাসতেন তিনি। তিনিও দেখিয়েছিলেন, মানুষকে ভালবাসতে পারলেই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। রেস্ট ইন পিস মিস্টার টাটা। আপনি আমাদের মধ্যে সবসময় থাকবেন।' বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রীড়াবিদরাও শোকজ্ঞাপন করেছেন রতন টাটার প্রয়াণে।

জেলায় জেলায় টক্কর

খালনা পারিজাত ও থলিয়া ইউনিয়ন ফুটবল ক্লাব সাসপেন্ড

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : গ্রামীণ হাওড়া জেলার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৮৯ বর্ষে পদার্পণ করেছে। ২০২৪ বর্ষে অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ২৭টি ফুটবল ক্লাব আছে। প্রতিবছর শারদোৎসব থেকে কালীপূজার দিন পর্যন্ত আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল ফাইনাল খেলা আমতা ও জয়পুর থানার বিভিন্ন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বৎসর শারদোৎসবের প্রাক্কালে প্রবল বর্ষণে ও ডি ভি সি'র মাত্রাতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে দামোদর ও রুপনারায়ণ নদ এলাকার গ্রামগুলি প্লাবিত হয়। উদয়নারায়ণপুর,আমতা ১ নং ও আমতা ২ নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম প্লাবিত হয়। কোথাও এক কোমর, কোথাও এক মানুষ জল দাঁড়িয়ে যায়। ওই এলাকাগুলির ফুটবল মাঠগুলিও ডুবে যায়। এই পরিস্থিতিতে আমতা- জয়পুর থানার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্ম কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ৭টি ট্রফি ও শিল্ডের ফুটবল ফাইনাল খেলাগুলি করা সম্ভব হবে কিনা। আস্তে আস্তে বন্যা প্রবণ এলাকাগুলির পরিস্থিতির উন্নত হতে থাকে। বিভিন্ন ফুটবল মাঠগুলি থেকে বন্যার জল নেমে যায়। কিছু ফুটবল মাঠ খেলার উপযুক্ত হয়। অন্যান্য ফুটবল মাঠগুলি খেলার অনুপোযুক্ত হওয়ায় ৭টি ট্রফির ফাইনাল খেলার মধ্যে কেবল তিনটি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। নির্ধারিত অষ্টমীর দিন ৬৯ তম খড়িয়প একাদশ চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনাল খেলা খড়িয়প মাঠে জয়পুর সাধনা সমিতি বনাম খালনা পারিজাত, নির্ধারিত দশমীর দিন ৫৪ তম সাওড়াবেড়িয়া চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনাল খেলা সাওড়াবেড়িয়া মাঠে যুগশান্তি ক্লাব এর ব্যবস্থাপনায় থলিয়া ইউনিয়ন ও খালনা কালীমাতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হল। সাওড়াবেড়িয়া চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনাল খেলার দিনেই খেলার মাঠে 5 TH SFC (2023-2024) আর্থিক বর্ষের তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির রূপায়ণে নবনির্মিত তিন দিক খোলা অনুষ্ঠান মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল। জাতীয় পতাকা, আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা, যুগশান্তি ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই খেলায় খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ মহবুব আলী, জয়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুমন্ত দাস, বিনলা- কৃষ্ণবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিউলি রায়, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ সাহা, আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যতন সাউ, সম্পাদক নিখিল সামন্ত, কার্যকরী সভাপতি অষ্ট ধাওয়া, ফুটবল সভাপতি অশোক দাস, ফুটবল সম্পাদক সুখেন্দু পাছাল, সাওড়াবেড়িয়া যুগশান্তি ক্লাবের সভাপতি নিখিল খাঁ, কার্যকরী সভাপতি নির্মল সামন্ত, সম্পাদক মস্তাকিন জমাদার,যুগ্ম সম্পাদক মহঃ জাকীর হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চূড়ান্ত পর্যায়ে থলিয়া ইউনিয়ন ও খালনা কালীমাতা এর ফাইনাল খেলায় ট্রাইব্রেকারে খালনা কালীমাতা জয়লাভ করে। নির্ধারিত একাদশীর দিন রসপুর স্কুল মাঠে ২০ তম রামকৃষ্ণ মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ খেলাটি থলিয়া ইউনিয়ন বনাম খালনা পারিজাতের মধ্যে খেলা শুরু হলে প্রথমার্ধের বিরতির তিন মিনিট আগে রেফারির সাথে থলিয়া ইউনিয়নের এক খেলোয়াড়ের বচসায় ও রেফারিকে ধাক্কা দেওয়ায় রেফারি লাল কার্ড দেখায়। এরপর থলিয়া ইউনিয়নের খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং রেফারির সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাবের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মাঠের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েক মিনিট বিশৃঙ্খলার পর রেফারি প্রথমার্ধের খেলার বিরতি বাঁশি বাজিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে রেফারি খেলা শুরুর বাঁশি দিলে উভয় দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামে। আবার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রেফারি ও আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের খেলা শুরু করার আবেদন জানালেও খালনা পারিজাতের খেলোয়াড়রা খেলা শুরু করতে চাইনি। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে রেফারি ও আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ খেলাটি অপরিতক্ত ঘোষণা করে। এই বিশৃঙ্খলার স্টিল ও ভিডিও সাংবাদিকরা মোবাইলে বন্দী করলে উভয় দলের সমর্থকরা সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে সাংবাদিকদের কাছ থেকে ফোন নিয়ে বিশৃঙ্খলার ফটো ও ভিডিও ডিলিট করে। সাংবাদিকদের শাসানো হয়। দুই দলের সমর্থকরা মঞ্চে থাকা ট্রফি,সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কার, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পুরষ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে কর্তৃপক্ষ কোনো রকমে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমতা- জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা বলেন, অ্যাসোসিয়েশনের বিগত ৮৮ বৎসরের ইতিহাসে ফাইনাল খেলা অপরিতক্ত রাখার এমন নজির বিহীন ঘটনা ঘটেনি, যা অ্যাসোসিয়েশনের ৮৯ তম বর্ষে ঘটলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীড়ামোদী ও অভিজ্ঞজনদের বক্তব্য, এই ঘটনা থেকে আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময় থেকে অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল খেলাগুলিতে পুলিশ প্রশাসনের ব্যবস্থা রাখার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এই ঘটনার পর আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তারা সভা করেন।সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই বৎসর থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাব ও খালনা পারিজাত ক্লাবকে সাসপেন্ড করা হল। এই বৎসর খালনা পারিজাত ও থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাব যে সমস্ত খেলায় চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত শিল্ড ও কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা বাকি আছে সেই সমস্ত খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ওই সমস্ত শিল্ড ও কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় থলিয়া ইউনিয়ন ও খালনা পারিজাত ক্লাব যে ফুটবল দলকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল সেই বিজিত দল ফাইনালে অংশগ্রহণ করবে। থলিয়া ইউনিয়ন ও খালনা পারিজাত ক্লাব এই মরশুমে অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

রাজ্যস্তরে রোলার স্কেটিংয়ে গোল্ড মেডেল খুদে পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : স্টেট চ্যাম্পিয়ানশীপ বেঙ্গল স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০২৪ এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার ইকো পার্কে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ২০০- এর বেশি প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিল। ক্যানিংয়ের জয়স্তু সরদার সকলকে তাক লাগিয়ে রাজ্যস্তরে রোলার স্কেটিংয়ে গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে। উল্লেখ্য ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের গার্লস স্কুল পাড়ার বাসিন্দা পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক দীপঙ্কর সরদার। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। বড় ছেলে পড়াশোনায় ভালো হলেও ছোট ছেলে জয়স্তুর পড়াশোনায় মন বসে না। যদিও স্থানীয় বেসরকারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জয়স্তু। খেলাধূলার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করেন দীপঙ্কর। ছেলেকে প্রশিক্ষণের জন্য স্কেটিংয়ে ভর্তি করেন। ২০২৪ এ রাজ্যস্তরের অনুর্দ্ধ ৯ রোলার স্কেটিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করে গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে। ছেলের অভাবনীয় সাফল্য প্রসঙ্গে দীপঙ্কর সরদার জানিয়েছেন,এ জয় সকল ক্যানিং তথা সমগ্র সুন্দরবনবাসীর। জয়স্তু আগামী দিনে যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছায় সেই আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সকলের আশীর্বাদ কাম্য।

সপ্তসিন্ধু জয় করেই ঘরে ফেরার লক্ষ্য 'এশিয়া সেরা' সাঁতারু সায়নীর

দেবাশিস রায়: ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওপেন ওয়াটার স্যুইমিং-এ 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের সুপ্ত বাসনা মনের গহিনে পোষণ করে থাকেন অনেকেই। কেউ সফল হন তো কেউ বিস্তর প্রতিকূলতার মধ্যে হারিয়ে যান। তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম মাত্র বছর সাতাশের সাঁতারু সায়নী দাসের অদম্য লড়াইয়ের দিকে বিশ্ববাসীর নজর আটকে গেছে 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যে অবিচল এই ভারতীয় তরুণী সম্প্রতি 'নর্থ চ্যানেল' সাঁতরে অতিক্রমের মাধ্যমে 'এশিয়া সেরা' মহিলা সাঁতারুর তকমা হাসিল করতেই তাঁকে ঘিরে এরাজ্যের নবীন প্রজন্মের মধ্যে যথেষ্টই কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সপ্তসিন্ধু জয়ের পথে তাঁর আর মাত্র দুটি ধাপ বাকি। একটি স্পেনের স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার চ্যানেল এবং অন্যটি জাপানের স্ট্রেইট অব সুগারু। এই দুই চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলেই বিশ্ব সাঁতারু জগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সপ্তসিন্ধু জয়ী ভারতবর্ষের তরুণী সাঁতারু সায়নী দাসের নাম। এই মুহূর্তে সায়নীর অদম্য লড়াইয়ের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেই তরুণ প্রজন্ম তাঁর সম্বন্ধে আরও বেশি বেশি জানতে আগ্রহী। এবার সপ্তসিন্ধু জয় করেই ঘরে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত সায়নী দাস। সায়নী ৩০ আগস্ট গভীর রাতে (নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সময় অনুযায়ী) সুবিশাল 'নর্থ চ্যানেল' জয় করার পর থেকেই ইউটিউব সহ ইন্টারনেট সার্চ করে তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য তলাশও অব্যাহত বলে একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গেছে। এককথায়, মফঃস্বলের অতি সাধারণ তরুণী থেকে কার্যত 'অসাধারণ' হয়ে ওঠা সায়নী দাসের অদম্য লড়াইয়ের কাহিনি। এই মুহূর্তে অনেককেই অনুপ্রাণিত করছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বারুইপাড়ার বাসিন্দা সায়নী দাস ইতিমধ্যেই 'সপ্তসিন্ধু'-এর ৫টি চ্যানেল জয়ের খেতাব লাভ করেছেন। বাকি রইল স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার এবং স্ট্রেইট অব সুগারু। গত ২ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের 'কুক স্ট্রেইট' জয়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই মাত্র ৫ মাসের ব্যবধানে আরও এক দুস্তর পারাবার 'নর্থ চ্যানেল' অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জটা ছিল নিঃসন্দেহে আরও একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ সায়নীর। তরুণ বয়সেই 'সপ্তসিন্ধু'র পাঁচটি সহ মোট ছ'টি চ্যানেল জয় করার পর সায়নীর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সেই বিশ্বাসে ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপগুলি একে একে সম্পূর্ণ করতেও তিনি বদ্ধ পরিকর। তিনি ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট, ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল, ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মলোকাই চ্যানেল জয় করেছেন। ২০২৪ সালে বিশ্ববাসী দেখল তাঁর তাক লাগানো পারফরম্যান্স। এই বছর এপ্রিলে কুক স্ট্রেইট এবং আগস্টে নর্থ চ্যানেল সায়নীর কাছে মাথা নোয়ালো। কখনও কনকনে আবহাওয়ায় হিমশীতল জলে উথালপাথাল ঢেউ, কখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাতের হ্যাপা, কোথাও পদে পদে ভয়ংকর জেলিফিস সহ সামুদ্রিক একাধিক জীবের আক্রমণের শিকার এসব নিয়েই সায়নীকে একের পর এক চ্যানেল জয় করতে হয়েছিল। এবারেও অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুস্তর পারাবার 'নর্থ চ্যানেল' জয় করতে সায়নীর সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট। প্রসঙ্গত,'সপ্তসিন্ধু', বিশ্বব্যাপী সুদীর্ঘ ৭টি উথালপাথাল জলরাশির সমাহার। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জলভাগের বুকে সৃষ্ট ক্যাটালিনা চ্যানেল, মলোকাই চ্যানেল, নর্থ চ্যানেল, ইংলিশ চ্যানেল, স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার, স্ট্রেইট অব সুগারু এবং কুক স্ট্রেইট মিলে পরিচিত এই 'সপ্তসিন্ধু'। বিপজ্জনক জেলিফিসে ভরা 'নর্থ চ্যানেল' জয়লাভের পর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ডোনাগাডি থেকে সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস এবং মা রুপালি দাস আলিপুর বার্তাকে এবারের অভিযানের একাধিক ঘটনাবহুল মুহূর্তের কথা জানিয়েছিলেন। এবারের চ্যানেল জয় করার পর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সায়নী। সেই অবস্থায় ৭ সেপ্টেম্বর কালনায় বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। তারপর দীর্ঘ বিশ্রামে থাকার পর তিনি নতুন উদ্যমে ফের পরিকল্পনা শুরু করেন। একদিকে 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্য, অন্যদিকে, স্পোর্টস এনথ্রোপলজি বিষয়ে পিএইচডি'র জন্য যথারীতি পড়াশোনা। দু'য়ে মিলিয়ে এই মুহূর্তে যথেষ্টই চাপের মধ্যে তিনি। দুর্গাপুজোয় উৎসবের আবহের মধ্যে গত শনিবার সকালে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে সায়নী দাস বলেন, এখনই আমার ক্ষেত্রে ক্রুসিয়াল টাইম। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পাঁচটা চ্যানেল জয় হয়ে গেছে এটা কেউ মনে রাখবে না যদি না বাকি দুটি চ্যানেল ক্রস করতে পারি। বাকি দুটি চ্যানেল অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি প্রসঙ্গে ডিসেম্বরের মধ্যে জানতে পারব। তারপর হাতে মাসখানেক সময় থাকবে। আশা করি দুটি চ্যানেল অতিক্রম করার অনুমতি এবার একসঙ্গেই পাব। প্রথমে স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার অভিযানের লক্ষ্য। শেষে স্ট্রেইট অব সুগারু। আমি চাইছি জিব্রাল্টার ক্রস করার পর ইন্ডিয়ায় না ফিরে স্পেন থেকে সরাসরি জাপানে চলে যাব। তাতে আমার খরচাও কম হবে আর ওয়েদারটাও অ্যাডজাস্ট হবে। কারণ তখন স্পেনে যথেষ্ট ঠান্ডা এবং জাপানেও যথেষ্টই ঠান্ডা থাকবে। ওই সময় গরমে আবার ইন্ডিয়াতে আসার কোনও প্রশ্ন নেই।

www.alipurbarta.org | facebook.com/alipur.barta.5 | 8910487197 | alipurbarta1966@gmail.com | alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com